শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫টি	৯টি	৬টি	--	১টি	৯টি	৬০% (সর্ব নিম্ন ৬ মাস ও সর্বোচ্চ ৪ বছর)	১টি	৬.৬৭%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ১৫টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের মেয়াদ কাল
০১।	অবকাঠামো সংস্কারসহ ২৪তম এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় আঞ্চলিক স্কাউট সম্মেলন	১১৯৪.৯৯	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৩
০২।	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ উন্নয়নঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ উন্নয়ন	১৫০০.০০	জানুয়ারী,২০১০ হতে জুন,২০১৩
০৩।	এনহান্সমেন্ট অব আইসিটি ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ-কোরিয় আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইসিটিই) ব্যানবেইস এন্ড ষ্ট্রেদেনিং এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্ক অব মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন	৫৫৬.৩৫	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩
০৪।	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	৫০৫২.০০	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১৩
০৫।	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণ	১৪০৪.০৯	জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২
০৬।	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন	২৬৪০.০০	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩
০৭।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন।	১৮৮২.০০	জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৩
০৮।	১০টি স্নাতকোত্তর কলেজে আইসিটি কোর্স প্রবর্তন	১৫০০.০০	অক্টোবর,২০০৮ হতে জুন,২০১৩
০৯।	চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধাদি আধুনিকীকরণ	৮০০.০০	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২
১০।	কনজারভেশন অব ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট এ্যাট দি পোটেনসিয়াল জেনেটেক রিসোর্স ইন বাংলাদেশ, বাকৃবি।	১৭১.০০ ১৭১.০০	জুলাই,২০০৫ হতে

			জুন, ২০১৩
১১।	ফরমুলেশন অব বায়ো-পেস্টিসাইডস ইন কন্ট্রোলিং ফোমপসিস ফ্রন্ট রোট, ফুট/কলার রোট এন্ড ফুট বোরার অব এগপ্ল্যান্ট,বাকৃবি	১৬১.০০	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০১৩
১২।	স্টাডিজ অন দি ডিগ্রেশন অফ আপল্যান্ড ওয়াটার শেড ইন বাংলাদেশ।	১৬০.০০	অক্টোবর,২০০৬ হতে জুন,২০১৩
১৩।	ইন ভিট্রো রিজেনারেশন অব অর্কিডস ফর কমার্সিয়াল প্রোডাকশন এন্ড কনজারভেশন অব এনডেন্জার্ড স্পিসিস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	১০০.২০	জুলাই,২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১২
১৪।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (২য় ব্লক) নির্মাণ।	৪২৭.৮৬	জানুয়ারি,২০০৮ হতে জুন,২০১৩
১৫।	স্মল স্কেল টেকনিক্যাল এসিটেন্স ফর পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন হায়ার এডুকেশন	পিসিআর পাওয়া যায়নি	

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
৩.১ প্রকল্পের মেয়াদ বার বার বৃদ্ধি করা; ৩.২ পিডব্লিউডি'র রেইট সিডিউল পরিবর্তন করা; ৩.৩ প্রকল্পের ডিজাইন ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা;	৩.১ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করতে না পারা; ৩.২ প্রকল্পের ডিজাইন ও কর্মপরিধি পরিবর্তন করা; ৩.৩ ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা;

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ আইএমইডিতে বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ ।	৪.১ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং এর সফল সমাপ্তির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যেই আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;
৪.২ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর অনেক নির্মাণ কাজে যত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি এবং ভবন নির্মাণ পরিবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার কাজের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।	৪.২ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান ও ভবিষৎ প্রকল্পগুলোর নির্মাণ কাজে আরও যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকল্পের আওতায় পুনঃনির্মাণ/মেরামতকৃত ভবন নির্মাণ কাজের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরী; অন্যথায় এখাতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।
৪.৩ প্রাপ্ত পিসিআর-এ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্যে অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;	৪.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট এর প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
৪.৪ প্রকল্প এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের আবাসন সংকট রয়েছে।	৪.৪ প্রকল্প এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য পর্যাপ্ত স্থানসহ প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের আবাসন সংকট নিরসনে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৪.৫ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবন যত তলা ফাউন্ডেশন দেয়া হয় সে অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়।	৪.৫ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবন যত তলা ফাউন্ডেশন দেয়া হয় তত তলা একবারে সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

''অর্গানাইজিং দ্য টুয়েন্টি ফোরথ এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স ইনক্লুডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিনোভেশন'' শীর্ষক প্রকল্প

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০।	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা ও গাজীপুর।
২.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ স্কাউট।
৩.০।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪.০।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৯৫.১৭	--	১১৯৪.৯৯	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	--	--

৫.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	পরিবহন ব্যয়	থোক	৩৪.৫৪	৮৬টি	৩৪.৫৩ (৯৯.৯৭%)	২৯৬ (৩৪৪%)
২.	মিটিংস এ্যান্ড রিফ্রেশমেন্টস	থোক	৪.৯৩	১৮	৪.৯৩ (১০০%)	৮০ (৪৪৪%)
৩.	খাদ্য	থোক	১২৩.৩৭	৩৪৬৩ জন	১২৩.৩৭ (১০০%)	৩৬১০ (১০৪%)
৪.	আবাসন	থোক	৫৮.৫৭	৮২০ জন	৫৮.৫৬ (৯৯.৯৮%)	২৩৭০ (২৮৯%)
৫.	স্বেচ্ছাসেবক কর্মচারী	থোক	০.৫৮	০১	০.৫৭ (৯৯.৯৮%)	০১(১০০%)
৬.	প্রকাশনা উপাদান	থোক	১৬.৬৯	৪৩০০০টি	১৬.৬৯ (১০০%)	৩২৪২০ (৭৫%)
৭.	সভা, বার্ষিকী ও সাংস্কৃতিক/ সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয়	থোক	১৬৪.৬৩	১৮	১৬৪.৬৩ (১০০%)	১৮ (১০০%)
৮.	ডেকোরেশন এ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট	থোক	৪.৯৭	০৪	৪.৯৬ (৯৯.৭৯%)	০১ (২৫%)
৯.	প্রকাশনা ও প্রচারণা	থোক	৪.৯২	১১০০৩ কপি	৪.৯২ (১০০%)	১০০০২ (৯১%)
১০.	পুরস্কার	থোক	২৬.৯৯	৯০৫৫টি	২৬.৯৯ (১০০%)	৭৩০৭ (৮১%)
১১.	স্টেশনারীজ	থোক	৫.২৯	৯৮৯৪	৫.২৯ (১০০%)	৯৮৭৮ (৯৯.৮৩%)
১২.	ওয়েব সাইট	থোক	১১.৫৩	১১	১১.৫৩ (১০০%)	৮ (৭৩%)
১৩.	কনসালটেন্সি	থোক	৫.০০	০১ জন	৫.০০ (১০০%)	০১ (১০০%)
১৪.	মূল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	৭৩.৮৪	থোক	৭৩.৮৩	থোক (১০০%)

					(৯৯.৯৮%)	
১৫.	ভবন-২ এর সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় থেকে ৪র্থ তলা)	থোক	৩৮.২৫	থোক	৩৮.২৪ (৯৯.৯৭%)	থোক (১০০%)
১৬.	রান্নাঘর সংস্কার ও সম্প্রসারণ	থোক	১৮.৩২	থোক	১৮.৩০ (৯৯.৮৯)	থোক (১০০%)
১৭.	জেনারেটর রুম পুনর্গঠন ও জেনারেটর স্থাপন	থোক	৭৯.০১	থোক	৭৮.৯৭ (৯৯.৯৫%)	থোক (১০০%)
১৮.	ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর সংস্কার ও উন্নয়ন (ডরমিটরী)	থোক	৩২৩.১২	থোক	৩২৩.১০(৯৯.৯৯ %)	থোক (১০০%)
১৯.	টু উইং সেশন হলের সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	২৫.৪৩	থোক	২৫.৪২ (৯৯.৯৬%)	থোক (১০০%)
২০.	কাব ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	১৮.৭৩	থোক	১৮.৭২ (৯৯.৯৫%)	থোক (১০০%)
২১.	মহিলা ডরমিটরি ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	৭৯.৩২	থোক	৭৯.৩২ (১০০%)	থোক (১০০%)
২২.	কোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	২২.২৯	থোক	২২.২৮ (৯৯.৯৫%)	থোক (১০০%)
২৩.	সেশন হলের সংস্কার	থোক	২০.৯০	থোক	২০.৯০ (১০০%)	থোক (১০০%)
২৪.	দোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	১৪.২১	থোক	১৪.২০ (৯৯.৯৩%)	থোক (১০০%)
২৫.	কনফারেন্স ইকুইপমেন্টস	থোক	১৯.৭৪	৮৪	১৯.৭৪ (১০০%)	৮৪ (১০০%)
২৬.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	--	*০.০০*	*০*	*০*	*০*
	মোট=		১১৯৫.১৭		১১৯৪.৯৯ (৯৯.৯৮%)	

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১৯৫.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১১৯৫.১৭ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার মধ্যে ১১৯৪.৯৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%) ব্যয় হয়েছে। অব্যায়িত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

৬.০। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। **<u>পটভূমিঃ</u>** ১৯০৭ সালে যুক্তরাজ্যের লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল যুব সমাজের শিক্ষামূলক আন্দোলন হিসাবে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করেন। স্কাউটিং এর আদর্শ, সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে। স্কাউটিং একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন এবং বর্তমানে প্রায় ১৬৩টি দেশ World Organization of Scout Movement (WOSM) এর সদস্য। তবে ২০০টি এর অধিক দেশে স্কাউটিং কার্যক্রম চলমান আছে। যার মধ্যে বাংলাদেশসহ ২৪টি দেশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্কাউট অঞ্চলের সদস্য। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের ১১১ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ স্কাউটিং এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এবং জাতীয় স্কাউট অর্গানাইজেশন হিসেবে World Organization of Scout Movement (WOSM) এর ১০৫তম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান 'বয় স্কাউট' এ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রায় ৫৬০০০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়। শুরু থেকেই এদেশে স্কাউটিং এর গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ এবং সংখ্যার দিক থেকে WOSM এর ৬ষ্ঠ স্থানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর অবস্থান। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সময়োপযোগী কর্মসূচি, মানসম্মত প্রশিক্ষণ, টেকসই অবকাঠামো, সমাজ উন্নয়নের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুণর্বাসন, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, তামাক বিরোধী কার্যক্রমে জনসচেনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। স্কাউটিং এর টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত প্রশিক্ষণকেন্দ্র যুব ছেলে মেয়ে ও বয়স্ক পুরুষ মহিলাদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দক্ষ স্বনির্ভর নাগরিকে পরিণত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

০১) ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স, ইয়্যুথ ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক কোর্স ফর লিডার ট্রেনার ২০১২ উপলক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;

০২) বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;

০৩) ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স, ইয়্যুথ ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক কোর্স ফর লিডার ট্রেনার উপলক্ষ্যে জাতীয় স্কাউট ভবন ও জাতীয় স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারের ভবনসমূহ সংস্কার করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;

০৪) ভবনসমূহের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে উক্ত অবকাঠামোর আয় দিয়ে বয়স্ক নেতা প্রশিক্ষণ ও যুব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ করা;

০৫) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল এবং বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; এবং

০৬) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১১৯৫.১৭ (জিওবি ১০৭১.৮০ লক্ষ ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল ১২৩.৩৭ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হলোঃ- পরিবহন ব্যয়, মিটিংস এ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট স্কাউটে অংশগ্রহণকারীদের খাদ্য, আবাসন, স্বেচ্ছাসেবক কর্মচারী, প্রকাশনা উপাদান, সভা, বার্ষিকী ও সাংস্কৃতিক/সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয়, ডেকোরেশন এ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্রকাশনা ও প্রচারণা, পুরস্কার, স্টেশনারীজ, ওয়েব সাইট, কনসালটেন্সী, মূল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, ভবন-২ এর সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় থেকে ৪র্থ তলা), রান্নাঘর সংস্কার ও সম্প্রসারণ, জেনারেটর রুম পুনর্গঠন ও জেনারেটর স্থাপন, ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর সংস্কার ও উন্নয়ন (ডরমেটরী), টু উইং সেশন হলের সংস্কার ও উন্নয়ন, কাব ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, মহিলা ডরমিটরি ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, কোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, সেশন হলের সংস্কার, দোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, কনফারেন্স ইকুইপমেন্টস ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরন
১।	জনাব কামরুল ইসলাম সেলিম যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউট	২৯-০৩-২০১১	২৪-০২-২০১২	খন্ডকালীন
২।	জনাব এ এইচ এম শামসুল আজাদ উপ-পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউট	২৪-০২-২০১২	৩০-০৬-২০১৩	খন্ডকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ৩০-১১-২০১৪ ও ০৬-১২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯৫.১৭ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১১৯৫.১৭ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১১-২০১২ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১১-১২	২৪৭.০০	২৪৭.০০	--	২০.৬৭%	২৪৭.০০	২৪৭.০০	--	২০.৬৭%
২০১২-১৩	৯৪৮.১৭	৯৪৮.১৭	--	৭৯.৩৩%	৯৪৭.৯৯	৯৪৭.৯৯	--	৭৯.৩১%
	১১৯৫.১৭	**১১৯৫.১৭**	**--**	**১০০%**	**১১৯৪.৯৯**	**১১৯৪.৯৯**	**--**	**৯৯.৯৮%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ **পরিবহন ব্যয়ঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পরিবহন ব্যয় বাবদ ৩৪.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% । বাস্তবে ৮৬টি যানবাহন ভাড়া করার কথা থাকলেও ২৯৬টি যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছে জানা গেছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা হতে কিছু কিছু যানবাহন সরবরাহ করা হয়েছে। তাই সবগুলো যানবাহনের ভাড়া মিটানোর প্রয়োজন হয়নি। তাই ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও সংখ্যার পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৮.২.২ **মিটিংস এ্যান্ড রিফ্রেশমেন্টসঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে মিটিংস এ্যান্ড রিফ্রেশমেন্টস খাতে ৪.৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩ **খাদ্যঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী খাদ্য বাবদ ১২৩.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৩.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৪৬৩ জনের বিপরীতে ৩৬১০ জনের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০৪% সম্পন্ন হয়েছে। তবে তা বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৮.২.৪ **আবাসনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আবাসন বাবদ ৫৮.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% ।

৮.২.৫ **সেচ্ছাসেবক কর্মচারীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সেচ্ছাসেবক কর্মচারী খাতে ০.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬ **প্রকাশনা উপাদানঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে প্রকাশনা উপাদান খাতে ১৬.৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। এ খাতে বাস্তবে ৪৩০০০টি উপাদানের বিপরীতে ৩২৪২০ টি উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৭৫.৩৯% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭ **সভা, বার্ষিকী ও সংস্কৃতিক/সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয়ঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সভা, বার্ষিকী ও সংস্কৃতিক/সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয় খাতে ১৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮ **ডেকোরেশন এ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্টঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ডেকোরেশন এ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট খাতে ৪.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৯% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯ **প্রকাশনা ও প্রচারণাঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে প্রকাশনা ও প্রচারণা খাতে ৪.৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবে ১১০০৩টির বিপরীতে ১০০০২টি প্রকাশন ও প্রচারণা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৯১% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০ **পুরস্কারঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পুরস্কার খাতে ২৬.৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবে ৯০৫৫টির বিপরীতে ৭৩০৭টি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৮১% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১১ **স্টেশনারীজঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে স্টেশনারীজ খাতে ৫.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১২ **ওয়েব সাইটঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ওয়েব সাইট খাতে ১১.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৩ **কনসালটেন্সীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কনসালটেন্সী খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৪ **মূল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মূল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ৭৩.৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৩.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

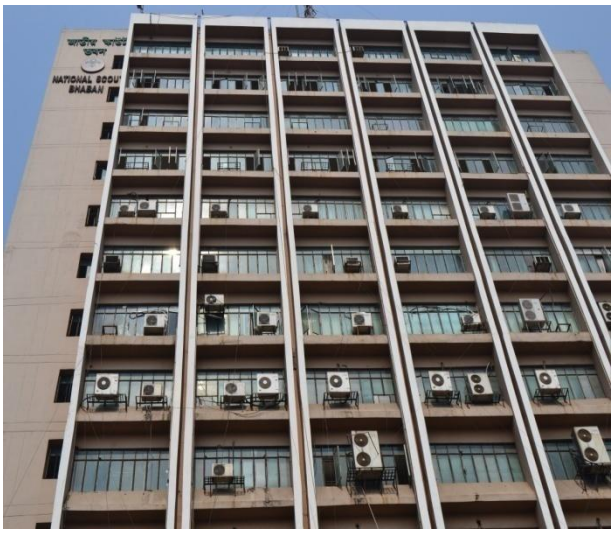

চিত্রঃ মূল ভবন।

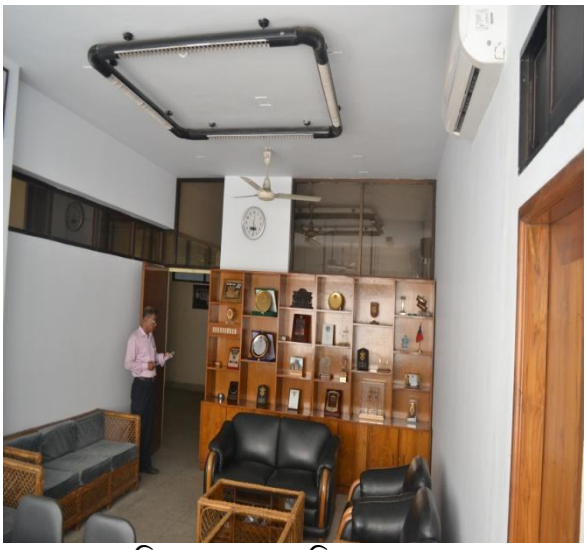

চিত্রঃ মূল ভবনের ভিতরের কক্ষ।

চিত্রঃ মূল ভবনের ভিতরের কক্ষ।

৮.২.১৫ **ভবন-২ এর সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় থেকে ৪র্থ তলা):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ভবন-২ এর সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় থেকে ৪র্থ তলা) খাতে ৩৮.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৮.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে কোন স্থানের দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে।

চিত্রঃ ভবন-২ এর দেয়ালে ফাটল দেখা যায়।

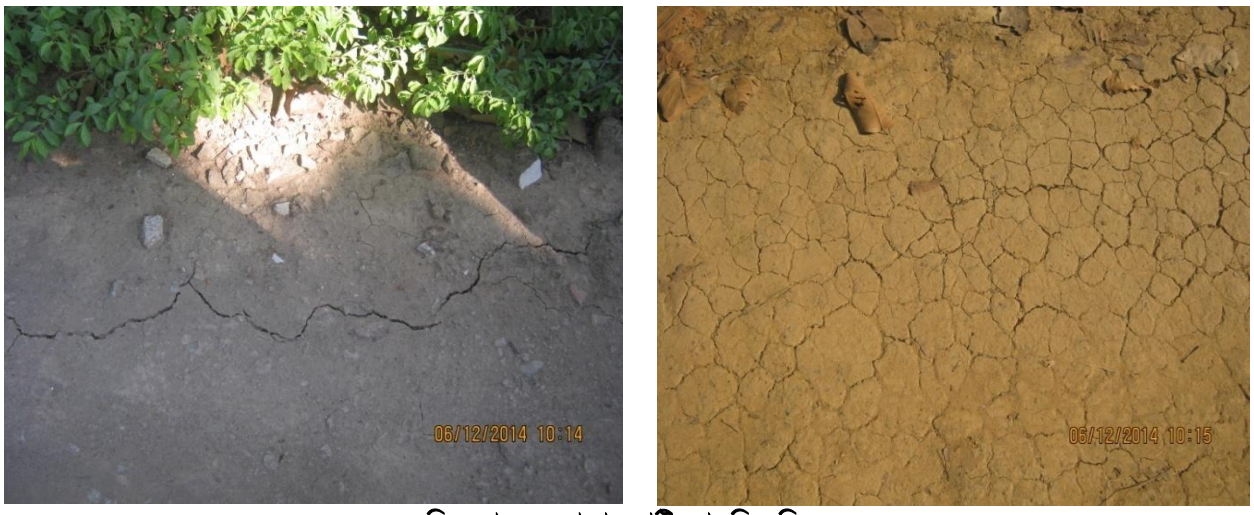

চিত্রঃ প্রকল্প এলাকার মাটির প্রকৃতির চিত্র।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এসির চিত্র।

৮.২.১৬ **রান্নাঘর সংস্কার ও সম্প্রসারণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে রান্নাঘর সংস্কার ও সম্প্রসারণ খাতে ১৮.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.১৭ **জেনারেটর কক্ষ পুনর্গঠন ও জেনারেটর স্থাপনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে জেনারেটর কক্ষ পুনর্গঠন ও জেনারেটর স্থাপন খাতে ৭৯.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৮.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রীত জেনারেটর।

৮.২.১৮ **ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর সংস্কার ও উন্নয়ন (ডরমিটরী):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর সংস্কার ও উন্নয়ন (ডরমিটরী) খাতে ৩২৩.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩২৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.১৯ **টু উইং সেসন হলের সংস্কার ও উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে টু উইং সেসন হলের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ২৫.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.২০ **কাব ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কাব ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ১৮.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

চিত্রঃ কাব ভবন প্রাঙ্গনে চলমান প্রশিক্ষণ।

৮.২.২১ **মহিলা ডরমিটরি ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে মহিলা ডরমিটরি ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ৭৯.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৯.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্রঃ মহিলা ডরমেটরি ভবনের সম্মুখ ভাগ।

৮.২.২২ **কোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ২২.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে কোন কোন স্থানে দেয়ালে ফাটল রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্রঃ কোয়েল ভবনের দেয়ালের ফাটল।

৮.২.২৩ **সেশন হলের সংস্কারঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সেশন হলের সংস্কার খাতে ২০.৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২৪ **দোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে দোয়েল ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ১৪.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.২৫ **কনফারেন্স ইকুইপমেন্টসঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কনফারেন্স ইকুইপমেন্টস খাতে ১৯.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১) ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স, ইয়্যুথ ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক কোর্স ফর লিডার ট্রেনার ২০১২ উপলক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করণ;	১) ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স, ইয়্যুথ ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক কোর্স ফর লিডার ট্রেনার ২০১২ উপলক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
২) বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;	২) বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে;
৩) ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স, ইয়্যুথ ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক কোর্স ফর লিডার ট্রেনার উপলক্ষ্যে জাতীয় স্কাউট ভবন ও জাতীয় স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারের ভবনসমূহ সংস্কার করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;	৩) ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স, ইয়্যুথ ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক কোর্স ফর লিডার ট্রেনার উপলক্ষ্যে জাতীয় স্কাউট ভবন ও জাতীয় স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারের ভবনসমূহ সংস্কার করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে;
৪) ভবনসমূহের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে উক্ত অবকাঠামোর আয় দিয়ে বয়স্ক নেতা প্রশিক্ষণ ও যুব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ করা;	৪) ভবনসমূহের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে উক্ত অবকাঠামোর আয় দিয়ে বয়স্ক নেতা প্রশিক্ষণ ও যুব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
৫) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল এবং বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; এবং	৫) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল এবং বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৬) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা।	৬) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার প্রচেষ্ট গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u>

<u>প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ</u> বাংলাদেশ স্কাউটস এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স এবং এর সাথে আরো দুইটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে। উক্ত কনফারেন্সে ৩৫টি দেশের উচ্চ পর্যায়ের ৬০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্স উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর ও জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অধিকসংখ্যক যুব ও বয়স্ক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে তাঁরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পাবেন। এতে দেশ অধিকসংখ্যক দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল যুব ও বয়স্ক নেতা পাবে, যারা জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কনফারেন্স ও অন্যান্য কার্যক্রম বাংলাদেশ স্কাউটস এর জন্য ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়তে সহায়তা করছে এবং যে সকল দেশ অংশগ্রহন করছে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করছে। সেই সাথে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

<u>পরোক্ষ প্রভাবঃ</u> বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের যথাযথভাবে বিকশিত করায় দেশ সম্ভাবনাসূচক ও দায়িত্ববান নাগরিক লাভ করবে মর্মে আশা করা যায়। এ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের জন্য সমাজকর্মী ও সুনাগরিক গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে স্কাউট নেতৃবৃন্দ প্রশিক্ষিত হবে ও স্কাউট মেম্বারশীপ বৃদ্ধি পাবে। অধিক সংখ্যক সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটভদের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং শিশু ও তরুণতরুণীবৃন্দ স্কাউট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ প্রকল্প সমাজ উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক ভূমিক রাখবে। মর্মে আশা করা যায়।

১২.০। সমস্যাঃ

১২.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্মিত স্থাপনাদির কিছু কিছু স্থানে বিশেষ করে ভবন-২ এর সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় থেকে ৪র্থ তলা) এবং ডরমিটরী ভবন অংগের দেয়ালে ফাটল লক্ষ্য করা গেছে;

১২.২ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পের খাতওয়ারী ব্যয়ের (যেমনঃ পরিবহন ব্যয়, খাদ্য, আবাসন, প্রকাশনা উপাদান, প্রকাশনা ও প্রচারনা, পুরস্কার ইত্যাদি) বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বাস্তবায়নের তথ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে;

১২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ স্বল্পকালীন (জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৩) এবং প্রকল্পের আওতায় পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রকল্পের কাজে কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে;

১২.৪ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ বছর পরে (জুলাই,২০১৪-এ)।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্মিত স্থাপনাদির কিছু কিছু স্থানে বিশেষ করে ভবন-২ এর সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় থেকে ৪র্থ তলা) এবং ডরমিটরী ভবন অংগের দেয়ালে ফাটল মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৩.২ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পের খাতওয়ারী ব্যয়ের (যেমনঃ পরিবহন ব্যয়, খাদ্য, আবাসন, প্রকাশনা উপাদান, প্রকাশনা ও প্রচারনা, পুরস্কার ইত্যাদি) বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বাস্তবায়নের তারতম্য রয়েছে যা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে;

১৩.৩ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জনবল সংস্থান রেখে প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৩.৪ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে; এবং

১৩.৫ নির্মিত ভবনসমূহে নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। তাছাড়া জাতীয় স্কাউট সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;এবং

১৩.৬ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত Exteranal Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট-এর প্রতিবেদন আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

"Development of Dhaka Residential Model Collage and RAJUK Uttara Model College (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন, ২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ মোহাম্মদপুর এবং উত্তরা, ঢাকা।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জেডিসিএফ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (জেডিসিএফ)	সর্বশেষ সংশোধিত (জেডিসিএফ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন,২০১১	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন,২০১৩	জানুয়ারী, ১০ হতে জুন,২০১৩	--	২ বছর (১০০%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১.	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	বঃমিঃ	৫৭৭.৮৪	৪০১৬ বঃমিঃ	৫৭৩.২৯ (৯৯.২১%)	৪০১৬ বঃমিঃ (১০০%)
২.	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণ।	বঃমিঃ	৪১২.৬৩	১৮৫৪.৩১ বঃমিঃ	৪১০.৫৯ (৯৯.৫১%)	১৮৫৪.৩১ বঃমিঃ (১০০%)
৩.	রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	বঃমিঃ	৪৯৫.২১	২২৫১ বঃমিঃ	৪৯৫.২০ (৯৯.৯৯%)	২২৫১ বঃমিঃ (১০০%)
৪.	কম্পিউটার সেট	টি	১.১০	২টি	১.১০ (১০০%)	২টি (১০০%)
৫.	ফটোকপিয়ার	টি	১.৭৪	১টি	১.৭৪ (১০০%)	১টি (১০০%)
৬.	কন্টিনজেন্সি	থোক	১১.৪৮	থোক	৯.৪৮ (৮২.৫৮%)	থোক
	মোটঃ		১৫০০.০০		**১৪৯১.৪০ (৯৯.৪৩%)**	(১০০%)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী,২০১০ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১৪৯১.৪০ লক্ষ টাকা (৯৯.৪৩%)এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৭.১। **পটভূমি ঃ ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ ঃ** ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৬০ সালে ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর এলাকায় প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'টি শিফ্‌টে মোট ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৩৫০০ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৭৬ জন। এর মধ্যে ৪০ জন শিক্ষক এবং ৮৫০ জন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কিন্তু,এ বৃদ্ধির অনুপাতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদি অপর্যাপ্ত। সেক্ষেত্রে, আরো অতিরিক্ত ছাত্রের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধিসহ শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭-তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষকদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১০-তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদার নিরিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পূর্ন জেডিসিএফ অর্থায়নে মোট ১০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত "ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ঃ রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৪ সালে ঢাকা শহরের উত্তরা মডেল টাউনে প্রায় ৪ (চার) একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে কেবল বাংলা মাধ্যমেই কার্যক্রম শুরূ হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৯ সাল থেকে অত্র কলেজে ইংরেজী মাধ্যম চালু করা হয়। বর্তমানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'টি শিফ্‌টে মোট ৩২০২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি পর্যন্ত নয়। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১২-তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পূর্ণ জেডিসিএফ অর্থায়নে মোট ৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন,২০১১ পর্যন্ত মেয়াদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত "রাজউক উত্তরা মডেল করেজ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ

১) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি করা; এবং

২) রাজউক মডেল কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী,২০১১ হতে জুন,২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ** (ক) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ৭-তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন এবং শিক্ষকদের জন্য ১০-তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ, একটি কম্পিউটার এবং একটি ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ; (খ) রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ১২-তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং একটি কম্পিউটার সরবরাহ।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	দেওয়ান মোঃ হানজালা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।	০৩-০২-২০১০	--	পূর্ণকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ২৮-০১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) ECNEC, PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৪৯১.৪০ লক্ষ টাকা (৯৯.৪৩%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জেডিসিএফ)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৯-১০	৮০০.০০	৮০০.০০	--	২৫%	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	--	২৫%
২০১০-১১	৭০০.০০	৭০০.০০	--	৩৯%	৭০০.০০	৬৯৯.৮৭	৬৯৯.৮৭	--	৩৯%
২০১১-১২	৩২০.০০	৩২০.০০	--	১২%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	--	১২%
২০১২-১৩	৫৪৫.০০	৫৪৫.০০	--	২৪%	৫৪৫.০০	৫৩৬.৫৩	৫৩৬.৫৩	--	২৪%
মোট	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৪৯১.৪০	১৪৯১.৪০		১০০%

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণ** ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৪৯১.৪০ লক্ষ টাকা (৯৯.৪৩%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। **ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ খাতে ৫৭৭.৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৭৩.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৪.৫৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ৭-তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ৪৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষ ও ৪০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ল্যাব সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে কয়েকটি দরজায়/চৌকাঠের কাঠ পচন/নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে যা অনতিবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন। একাডেমিক ভবনের ছাদে পানি/পাতা জমে ছাদের পানি নির্ধারিত পাইপের মাধ্যমে প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ছাদের আস্তরণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

চিত্রঃ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন ।

চিত্রঃ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবনের দরজার কাঠের নষ্ট অংশ।

চিত্রঃ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবনের ছাদের অংশ।

৮.২.২। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৪১২.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪১০.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ২.০৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষকদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১০-তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ০৮ জন শিক্ষকের আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে শিক্ষকদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনের জানালার উপর নির্মিত সানশেড প্রয়োজনের তুলনায় ছোট আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। যেখান হতে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি কক্ষে প্রবেশ করে মর্মে উক্ত ভবনের আবাসিক শিক্ষকগণ জানিয়েছেন। এছাড়া ভবনের বারান্দার দরজার কাঠে ফাটল লক্ষ্য করা গেছে যা সংস্কার করা প্রয়োজন।

চিত্রঃ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন।

চিত্রঃ শিক্ষকদের আবাসিক ভবনের জানালার সানশেড।

চিত্রঃ শিক্ষকদের আবাসিক ভবনের বারান্দার দরজা।

৮.২.৩। রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ খাতে ৪৯৫.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৯৫.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ১২-তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩-তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ৫২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীক্ষের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তবে একাডেমিক ভবনের দুই গ্রেট বীমের জোড়া অংশে ও বাথরুমের চৌকাঠের কোনায় টাইলসে ফাটল লক্ষ করা গেছে যা অনতিবিলম্বে মেরামত/সংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া ভবনের পিছনের অংশে ড্রেন নির্মাণ না করার ফলে বর্ষার মৌসুমে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় মর্মে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ভবনের পিছনের অংশে ড্রেন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সাধারণভাবে কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

চিত্রঃ রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন।

চিত্রঃ রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন উদ্বোধন।

চিত্রঃএকাডেমিক ভবনের দুই গ্রেট বীমের জোড়া অংশে ফাটল।

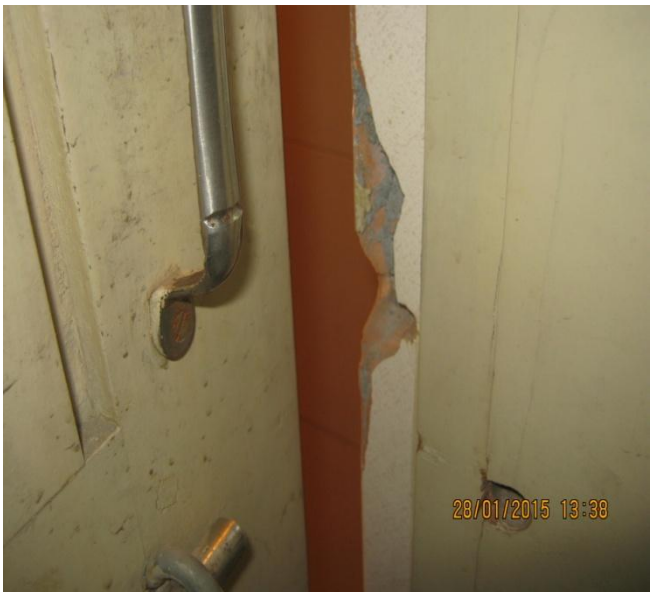

চিত্রঃ বাথরুমের চৌকাঠের কোনায় টাইলসে ফাটল।

চিত্রঃ রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবনের পিছনের অংশ।

৮.২.৪ । কম্পিউটার সেটঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কম্পিউটার সেট (২ সেট) খাতে ১.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫ । ফটোকপিয়ারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ফটোকপিয়ার (১টি) খাতে ১.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬ । কন্টিনজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কন্টিনজেন্সি খাতে ১১.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ২.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৫৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ ।প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি করা; এবং	১) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে; এবং
২) রাজউক মডেল কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা।	২) রাজউক মডেল কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.০ । <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ</u> ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০ । <u>প্রকল্পের প্রভাব</u> ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশগত ও পাঠদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে গুণগতমান উন্নয়ন হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকগণের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের ফলে তাঁদের আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ হয়েছে।

অপরপক্ষে, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশগত ও পাঠদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজধানীর অন্যতম দুটি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে।

১২.০ । সমস্যা ঃ

১২.১ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, পিসিআর-এ বর্ণিত অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির সাথে অনুমোদিত প্রকল্পের আরডিপিপি'র অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্যের অমিল রয়েছে। আরডিপিপি'তে (ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে নির্মিত একাডেমিক ভবন, শিক্ষকগণের আবাসিক ভবন ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের একাডেমিক ভবন) ৩টি অংগে পৃথকভাবে দেখানো হলেও এ ৩টি অংগ একীভূত করে পিসিআর-এ একটি অংগের মধ্যে দেখানো হয়েছে;

১২.২ প্রকল্প সমাপ্তির পর যথাযথ মেরামত ও সংস্কারের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে নির্মিত একাডেমিক ভবনের ছাদে পানি ও গাছের মরা পাতা জমার ফলে ছাদের পানি নির্ধারিত পাইপের মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ছাদের আস্তরণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কোন কোন দরজা এবং চৌকাঠের কাঠের ফাটল ও পচন লক্ষ্য করা গেছে এবং রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের একাডেমিক ভবনের দুই গ্রেট বীমের জোড়া অংশে ও বাথরুমের চৌকাঠের কোনায় টাইলসে ফাটল লক্ষ্য করা গেছে যা অনতিবিলম্বে মেরামত/সংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া ভবনের পিছনের অংশে ড্রেন নির্মাণ না করার ফলে বর্ষার মৌসুমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় মর্মে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন । এক্ষেত্রে ভবনের পিছনের অংশে ড্রেন নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে;

১২.৩ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে শিক্ষকদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনের জানালার উপর নির্মিত সানশেড প্রয়োজনের তুলনায় ছোট আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। যেখান হতে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি কক্ষে প্রবেশ করে মর্মে উক্ত ভবনের আবাসিক শিক্ষকগণ জানিয়েছেন;

১২.৪ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ বছর ০৬ মাস পরে (জানুয়ারী,২০১৫-এ)।

১৩.০ । সুপারিশ ঃ

১৩.১ প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)–এ বর্ণিত অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির সাথে অনুমোদিত প্রকল্পের আরডিপিপি'র অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির প্রদর্শিত তথ্যের অমিলের বিষয়ে মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৩.২ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাডেমিক ভবনের ছাদে জমা পানি অবাধে প্রবাহিত হওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে একই সাথে নির্মিত সকল ধরণের অবকাঠামো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৩.৩ রাজউক উত্তর মডেল কলেজের একাডেমিক ভবনের দুই গ্রেট বীমের জোড়া অংশে ও বাথরুমের চৌকাঠের কোনায় টাইলসে ফাটল লক্ষ্য করা গেছে যা অনতিবিলম্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মেরামত/সংস্কার করবে ।

১৩.৪ ভবনের পিছনের অংশে ড্রেন নির্মাণ না করার ফলে বর্ষার মৌসুমে সংঘটিত জলাবদ্ধতা রোধে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৩.৫ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে শিক্ষকদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনের জানালার উপর নির্মিত সানশেড প্রয়োজনের তুলনায় ছোট আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি কক্ষের ভেতরে প্রবেশরোধে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৩.৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর যথাযথ মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৩.৭ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৩.৮ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত Exteranal Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;এবং

১৩.৯ অনুচ্ছেদ ১৩.১ থেকে ১৩.৮ এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Enhancement of ICT Training in BKITCE, BANBEIS and Strengthening of EMIS Network of MOE" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ব্যানবেইস ভবন, ১ নং সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা-১২০৫।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
(মূল) মোটঃ GOB ঃ JDCFঃ	সর্বশেষ সংশোধিত	মোটঃ GOB ঃ JDCFঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৫৫৮.০০ GOB ঃ ৫৮.০০ JDCFঃ ৫০০	প্রযোজ্য নয়	মোটঃ ৫৫৬.৩৫ GOB ঃ ৫৬.৩৫ JDCFঃ ৫০০	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩	প্রযোজ্য নয়	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১.	বেতন ভাতাদি	জন	০৬	১৫.৬০	০৬ (১০০%)	১৪.৯৫ (৯৬%)
২.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	১৯৮০	৩৩৭.৩০	১৯৮০ (১০০%)	৩৩৭.৩০ (১০০%)
৩.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	১৫	৬০.০০	১৫ (১০০%)	৬০.০০ (১০০%)
৪.	হায়ারিং চার্জ, গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	--	১২.০০	(৯২%)	১১.০০ (৯২%)
৫.	অন্যান্য আনুষংগিক ও সম্মানী ভাতা	থোক	--	১১.৪০	(১০০%)	১১.৪০ (১০০%)
৬.	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	--	৯.০০	(১০০%)	৯.০০ (১০০%)
৭.	ইএমআইএস ডাটা মনিটরিং	থোক	--	২৭.৭০	(১০০%)	২৭.৭০ (১০০%)
৮.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	--	১০.০০	(১০০%)	১০.০০ (১০০%)
৯.	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়ার	সংখ্যা	৪০	৭৫.০০	(১০০%)	৭৫.০০ (১০০%)
	মোটঃ			**৫৫৮.০০**	**১০০%**	**৫৫৬.৩৫ (৯৯.৭০%)**

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয়। মুল টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭০ % এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১। **পটভূমি ঃ** ২০০৫ সালে ব্যানবেইস কর্তৃক KOICA এর অর্থায়নে বাংলাদেশ-কোরিয়া আইসিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আইটি বেইজড শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ-কোরিয়া আইসিটি সেন্টারটিকে সাসটেইনেবল রাখার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণ প্রদান চালু রাখা, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের তথ্য একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ইএমআইএস সিস্টেম চালু করা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার প্রবর্তন করার লক্ষ্যে জেডিসিএফ এর ৫০০.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তায় এবং জিওবির ৫৮.০০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট ৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্বায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, শিক্ষা সেক্টরে ই-গভর্নেন্স বাস্বায়নে আইসিটি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে আইসিটি ব্যবহার এবং নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যানবেইসে স্থাপিত 'বাংলাদেশ-কোরিয়া আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইটিসিই)' এর ল্যাবসমূহে বিভিন্ন আইসিটি কোর্সের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এছাড়া প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপঃ

(১) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ই-গভর্নেন্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং School Mapping GIS বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(২) দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য অনলাইন সার্ভে এ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত;

(৩) মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজের পরিবর্তে ফ্রি লাইসেন্স এর ওপেন অফিস (Open Office) সফটওয়্যারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ত্বরান্বিত করা;

(৪) কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হার্ডওয়্যার মেইনটেনেন্স ও ট্রাবলসুটিং প্রশিক্ষণ দেয়া, যাতে কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়;

(৫) মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার বেসিক ও ডাটাবেজ অপারেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন প্রদান;

(৬) সকল সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রণয়নের জন্য ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড মেইটেইনেন্স এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(৭) আইসিটি প্রশিক্ষণের মডিউলসমূহ যুগোপযোগী ও বাস্বসম্মত এবং মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক প্রণয়ন করা;

(৮) জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাতথ্যের কেন্দ্র (NICE) হিসেবে শক্তিশালীকরণ এবং বিদ্যমান ডাটাবেজ ও School Mapping অন-লাইন হালানাগাদকরণে নিমিত্তে ওয়েব বেইজড সফ্টওয়্যার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

(৯) ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমে নাগরিকের Access to Information (A2I) সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় ঃ** বিগত ২৬-০৭-২০১০ তারিখে Departmental Special Project Evaluation Committee (DSPEC) শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে উক্ত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৫৮.০০ লক্ষ এবং জেডিসিএফ- ৫০০.০০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন,২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হ'ল আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (দেশী-বিদেশী) ও সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা** ঃ প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব আহসান আব্দুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, ব্যানবেইস	২৬-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩	প্রযোজ্য নয়	পুর্নকালীন অতিরিক্ত দায়িত্ব
২।	জনাব মোঃ আবু তাহের খান, প্রোগ্রামার এবং ডিপিডি, ব্যানবেইস	২৬-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩	প্রযোজ্য নয়	পুর্নকালীন অতিরিক্ত দায়িত্ব

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম ১৫-১২-২০১৩ তারিখে এ দপ্তর কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক/উপ-প্রকল্প পরিচালকের সহিত কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং ক্রয়কৃত নোটবুক, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসমূহ হতে Sample Basis এ কম্পিউটার ল্যাবে Configuration Check করা হয় এবং Bidding Document মোতাবেক সঠিক পাওয়া যায়। উক্ত প্রকল্পের Software Development Component থাকায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা মাঠ পর্যায় হতে পোস্ট-প্রাইমারি (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুল এন্ড কলেজ, ভোকেশনাল, কারিগরি ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে) তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য e-Survey নামে একটি Software Development করেছেন। উক্ত Software হতে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানা যায় এবং জেলা, উপজেলা ও বিভাগের তথ্য Report আকারে Menu ভিত্তিক দেখা যায়। উক্ত Software এই প্রকল্পের একটি বড় অর্জন বলে প্রতীয়মান হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই Software টি ব্যবহার করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) TEC, PIC, Project Steering Committee(PSC) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৫৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জেডিসিএফ)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-১১	১৮৭.৮৫	১৮৭.৮৫	১৮০.০০		১৮৭.৮৫	১৮৭.৮৫	১৮০.০০	৯৬%
২০১১-১২	২৪৮.৫০	২৪৮.৫০	২৩২.৩০		২৪৮.৫০	২৪৮.৫০	২৩২.৩০	১০০%
২০১২-১৩	১২০.০০	১২০.০০	৮৭.৭০		১২০.০০	১২০.০০	৮৭.৭০	১০০%
মোট	**৫৫৬.৩৫**	**৫৫৬.৩৫**	৫০০.০০		**৫৫৬.৩৫**	**৫৫৬.৩৫**	৫০০.০০	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্ব অগ্রগতির বিশ্লেষণ** ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। বেতন ভাতাদিঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের এ অংগ খাতে ৬ জনের বেতন ভাতাদির জন্য ১৫.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে ৬ জনের জন্য এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৪.৯৫ লক্ষ টাকা । এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬% হলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.২। স্থানীয় প্রশিক্ষণ ঃ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের এ অংগ খাতে ১৯৮০ জনের স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য ৩৩৭.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে ১৯৮০ জনের জন্য এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৩৭.৩০লক্ষ টাকা । দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৩। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ঃ অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতে ১৫ জনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে ১৫ জনের জন্য এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬০.০০ক্ষ টাকা । দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৪। হায়ারিং চার্জ, গ্যাস ও জ্বালানী ঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের হায়ারিং চার্জ, গ্যাস ও জ্বালানী এ অংগ খাতে জন্য ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১.০০ লক্ষ টাকা । দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯২% হলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

৮.২.৫। অন্যান্য আনুষংগিক ও সম্মানী ভাতা ঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের অন্যান্য আনুষংগিক ও সম্মানী ভাতা এ অংগ খাতের জন্য ১১.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১.৪০ লক্ষ টাকা। দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৬। মেরামত ও সংরক্ষণ ঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের মেরামত ও সংরক্ষণ এ অংগ খাতের জন্য ৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯.০০ লক্ষ টাকা। দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৭। ইএমআইএস ডাটা মনিটরিং ঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের ইএমআইএস ডাটা মনিটরিং এ অংগ খাতে জন্য ২৭.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৭.৭০ লক্ষ টাকা। দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৮। কম্পিউটার সামগ্রী ঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের কম্পিউটার সামগ্রী এ অঙ্গ খাতে জন্য ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০.০০ লক্ষ টাকা। দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৯। কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়ার ঃ সর্বশেষ অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়ার এ অংগ খাতে জন্য ৪০টি কম্পিউটার, ৪০টি ইউপিএস, ০৫টি মাল্টিমিডিয়া ও ০২টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা। দেখা যায়, এ অঙ্গ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, উল্লিখিত কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি **'দৈনিক সমকাল'** ও **'ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস'** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং দরপত্র প্রস্তাব কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি রাখা হয়েছিল। মূলতঃ এ সকল কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৯.০ ।প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
• To enhance ICT Training prgramme in Bangladesh-Korea ICT Training Center for Education (BKITCE), BANBEIS to the official in different courses for implementing e-Governance system in the education sector.	ICT Training programme implemented and officials have been trained under the project in various courses. The officials under MOE required knowledge for using ICT into e-Governance.

• To strengthen the growing need of skilled IT teachers in Secondary and higher secondary level for ICT education to the students and staffs of field level offices for handiling database operation and maintenance on education.	The teachers at secondary and higher secondary level have been trained in ICT to accelarate ICT education to the student on a pilot basis. Also the field officials have been trained in ICT for operating database operation and maintennace and data entry from the field.
• To sustain the activities and facilities of BKITCE through JDCF Assistance.	After completion of KOICA project it was necessary to continue training programme in ICT for optimum use of the BKITCE Labs. The project under JDCF assistance will uphold the actvities and facilities of BKITCE Labs and now BANBEIS having regular annual budhet in ICT training in a sustained manar which is one of the great achievement of the project
• To train field officials in different ICT courses and web enable database management and operation.	The field officials have mostly trained in ICT courses which covered mantain and operate web enabled databses developed in BANBEIS.
• To develop professional skill of BANBEIS and MOE officials in ICT through acquiring practical knowledge in ICT education and training in abriad.	7 officials from BANBEIS and MOE having professinal Professional training in EMIS/GIS and 8 officials in Data Modeling and monitoring acquired practical knowledge through 14 days training in Australia and Malaysia.
• To strengthen EMIS Network and Data Management in the institution as well as in the field offices under MOE.	To strengthen EMIS networks BANBEIS developed e-survey software application for online data entry and maintain databses of BANBEIS from the institution directly which yielded a backbone of EMIS network and decentralized data management system.

১০.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০। প্রকল্পের প্রভাব ঃ

- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন হয়েছে;
- অন লাইন সার্ভে এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে অন-লাইন ডাটাবেজ নিয়মিত হালানাগদকরণ চলছে;
- শিক্ষা সেক্টরের অন্যান্য সংস্থায় প্রণীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ সমন্বয়করণ এবং জাতীয় শিক্ষাতথ্যের কেন্দ্র (National Information Centre for Education-NICE) হিসাবে সকল স্তরের ডাটা সংরক্ষণ ও তথ্য সরবরাহ হচ্ছে;
- শিক্ষাতথ্যের ডাটাবেজসমূহ ওয়েবসাইটে সংযোজনের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হয়েছে; এবং
- কেন্দ্রীয় শিক্ষাতথ্য ভান্ডার থেকে পরিকল্পনাবিদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও তথ্য ব্যবহারকারীদের মান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিত হয়েছে।

১২.০। সমস্যা ঃ

১২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দে সিডি ভ্যাটসহ বরাদ্দ ছিল, কিন্তু মূল প্রকল্প দলিলে সিডি ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এর ফলে থাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। পরবর্তীতে এডিপি সংশোধন করে প্রকল্পটি বাস্বায়ন করা হয়।

১২.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।

১২.৩ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত অত্যাধুনিক ৫টি ল্যাবের হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার সময়োপযোগী হালনাগাদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নেই মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।

১২.৪ আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান না করতে পারায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের School Mapping, Gerographical Informatin System (GIS) এর তথ্যাদি আপডেট রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

১৩.০। সুপারিশ ঃ

১৩.১ প্রকল্পট বাস্তবায়নকালীন সময়ে এডিপি বরাদ্দ প্রদানে যাতে অধিকতর সাবধানতা গ্রহণ করা হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সেক্টর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে।

১৩.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং যারা প্রশিক্ষন পান নি তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাকা যেতে পারে।

১৩.৩ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত অত্যাধুনিক ৫টি ল্যাবের হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার সময়োপযোগী হালনাগাদ রাখতে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট **মন্ত্র**ণালয় করতে পারে যাতে করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

১৩.৪ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের School Mapping, Gerographical Informatin System (GIS) এর তথ্যাদি আপডেট রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি অথবা একই ধরণের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

''বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি) স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প।

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০।	প্রকল্পের অবস্থান	:	মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ,ঢাকা।
২.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও আর্মি হোডকোয়াটার, ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ ব্রাঞ্চ ওয়ার্কস ডাইরেক্টেরেট।
৩.০।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪.০।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৫৯৩.০০	৫০৫২.০০	৫০৫২.০০	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	৯.৯৯%	১ বৎসর ২৫%

৫.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/পরিমাণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কনটেনজেন্সি	থোক	৪৩.০০	থোক	৪২.০০ (৯৭.৬৭%)	৯৭.৬৭%
২.	অপারেটিং কস্ট	থোক	৩০.০০	থোক	৩৫.০০ (১১৬.৬৭%)	১১৬.৬৭ %
৩.	যানবাহন	১টি	৪৫.০০	১টি	৪০.০০ (৮৯%)	১০০%
৪.	মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট	থোক	১৪০.০০	থোক	১৩৪.৫০ ৯৬.০৭%	৯৬.০৭%
৫.	কম্পিউটার এক্সসরিজ	৮৮টি	৫০.০০	৯৪টি	৩৫.০০ (৭০%)	১০৬.৮২ %
৬.	আসবাবপত্র	১৫৩১টি	১০০.০০	১৮৩২টি	৯৫.০০ (৯৫%)	১২০%
৭.	ভূমি উন্নয়ন	৫২৫২১ ঘঃ মিঃ	২৫০.০০	৫২৫২১ ঘঃ মিঃ	২৫০.০০ (১০০%)	১০০%
৮.	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন	২১৫৭২.১০ বঃমিঃ	৪০১৪.০০	২১৫৭২.১০ বঃমিঃ	৪০৭৫.৫০ (১০২%)	১০০%
৯.	রাস্তা নির্মাণ	৩৬০৬ বঃমিঃ	৮০.০০	২২১৫ বঃমিঃ	৭২.০০ (৯০%)	৬২%
১০.	ড্রেন নির্মাণ	৪৮০ মিঃ	১২.০০	৪৮০ মিঃ	১২.০০	১০০%

					(১০০%)	
১১.	পানি সরবরাহ	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০ (১০০%)	১০০%
১২.	বৈদ্যুতিক সরবরাহ	থোক	২৫০.০০	থোক	২২৭.০০ (৯১%)	৯১%
১৩.	গ্যাস সরবরাহ	থোক	৮.০০	থোক	৪.০০ (৫০%)	৫০%
১৪.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	--	০.০০	--	০.০০	০.০০%
	মোট=		৫০৫২.০০		৫০৫২.০০	

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৪৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক মোট ৫০৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। **<u>পটভূমিঃ</u>** সশস্ত্র বাহিনীসমূহের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা। উচ্চ শিক্ষার সাথে জাতীয় নিরাপত্তা, যুদ্ধ কৌশল, চিকিৎসা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে জাতীয় বিষয়াবলী এবং শিক্ষা খাতের সাথে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিশেষত উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াসহ বাংলাদেশ শিক্ষাখাত উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমনঃ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি), ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি), মিলিটারী ইন্সটিটিউট এন্ড সাইন্স টেকনোলজি (এমআইএসটি) আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ (এএফএমআই), বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ), বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি (বিএনএ), বিএন বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সেস একাডেমি (বিএএফএ) এবং আর্টিলারি সেন্টার এন্ড স্কুল (এসিএন্ডএস) ইত্যাদি।
অতীতে এসব প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীভুক্ত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো একটি একক প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত হওয়া এবং ব্যবস্থাপনা নিরাপত্তা, কৌশলগত, কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং সাধারণ বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে ৫ জুন, ২০০৮ সনে ২৯তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**
জাতীয় নিরাপত্তা, যুদ্ধ কৌশল, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিদ্যা, সাধারণ বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা মিরপুর ক্যান্টমেন্টে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দশটি কলেজ/ ইন্সটিটিউট/ একাডেমি এর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, তথ্য প্রযুক্তি সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করাই ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৪৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৭-০৯-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক মোট ৫০৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হলো যানবাহন, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট, কম্পিউটার এক্সসরিজ, আসবাবপত্র, ভুমি উন্নয়ন, একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি।

৭.৫। **<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	লেঃ কর্নেল শরীফ মোঃ আবুল হোসাইন লেঃ কর্নেল, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।	০১-০৭-২০০৯	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন সময়

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ১৯-১১-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০৫২.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৫০৫২.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
২০০৯-১০	৭০০.০০	৭০০.০০	--	১৩.৮৫%	৭০০.০০	৭০০.০০	--	১৩.৮৫%
২০১০-১১	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	২৯.৬৯%	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	২৯.৬৯%
২০১১-১২	২০০০.০০	২০০০.০০	--	৩৯.৫৯%	২০০০.০০	২০০০.০০	--	৩৯.৫৯%
২০১২-১৩	৮৫২.০০	৮৫২.০০	--	১৬.৮৬%	৮৫২.০০	৮৫২.০০	--	১৬.৮৬%
মোট	**৫০৫২.০০**	**৫০৫২.০০**	**--**	**১০০%**	**৫০৫২.০০**	**৫০৫২.০০**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। কনটেনজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কনটেনজেন্সি বাবদ ৪৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৬৭% ।

৮.২.২। অপারেটিং কস্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অপারেটিং কস্ট বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১১৬.৬৭% সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত ৫.০০ লক্ষ টাকা আন্তখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থান করা হয়েছে।

৮.২.৩। যানবাহনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী যানবাহন বাবদ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে । আর্থিক অগ্রগতি ৮৯% এবং বাস্তবে ১টি যানবাহনের বিপরীতে ১টি যানবাহন (জীপ) সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট বাবদ ১৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৫.৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.০৭% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে সবগুলো মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট (২টি লিফট্ , ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট, ডকুমেন্ট ক্যামেরা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮.২.৫। কম্পিউটার এক্সেসরিজঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার এক্সেসরিজ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৭০% এবং বাস্তবে ৮৮টি কম্পিউটার এক্সেসরিজের বিপরীতে ৯৪টি সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০৬.৮২% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। আসবাবপত্রঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এবং বাস্তবে ১৫৩১টি

আসবাবপত্রের বিপরীতে ১৮৩২টি সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১২০% সম্পন্ন হয়েছে। আসবাবপত্রের মান সন্তোষজনক।

৮.২.৭। ভূমি উন্নয়নঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন বাবদ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ৫২৫৮১ ঘন মিটার ভুমির বিপরীতে ৫৯৮৭৪ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১১৪% সম্পন্ন হয়েছে। তবে তা বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৮.২.৮। একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন বাবদ ৪০১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০৭৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে অতিরিক্ত ৬১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থান করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০২% এবং বাস্তবে ২১৫৭২.১০ বঃমিটারের স্থলে ২১৫৭২.২০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

চিত্রঃএকাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন

৮.২.৯। রাস্তা নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭২.০০লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৮.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯০% এবং বাস্তবে ৩৬০৬ বঃমিঃ এর স্থলে ২২১৫ বঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৬২% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

চিত্রঃ ভবনের পার্শ্ববর্তী রাস্তা।

৮.২.১০। ড্রেন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ৪৮০ মিটারের বিপরীতে ৪৮০ মিটার ড্রেনই নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.১১। পানি সরবরাহঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পানি সরবরাহ খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮.২.১২। বৈদ্যুতিক সরবরাহঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সরবরাহ বাবদ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ২৩.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

চিত্রঃ বৈদ্যুতিক জেনারেটর।

৮.২.১৩। গ্যাস সরবরাহঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ বাবদ ৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৪.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৫০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
জাতীয় নিরাপত্তা, যুদ্ধ কৌশল, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিদ্যা, সাধারণ বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দশটি কলেজ/ ইন্সটিটিউট/ একাডেমি এর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, তথ্য প্রযুক্তি সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণের নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।	১০ (দশ)টি কলেজ/ইন্সটিটিউট/একাডেমি এর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, তথ্য প্রযুক্তি সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u> এটি একটি সেবা খাতের প্রকল্প। এই প্রকল্প দেশে আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে মর্মে আশা করা যায়। এই প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জন্য অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে বলে ধারনা করা যাচ্ছে।

১২.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১২.১। প্রকল্পের আওতায় কোন জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা ছিল না, সকল কাজই নিজস্ব জনবল দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজে অসুবিধা হয়েছে;

১২.২। প্রকল্পের স্থান পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে ১৮-২০ ফুট নীচু ছিল বিধায় ডিপিপিতে কাস্ট ইন সিটু পাইল করার কথা ছিল। কিন্তু কাস্ট ইন সিটু পাইল করার পরিবর্তে মাটির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত ও অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে কাস্ট ইন সিটু পাইল করার পরিবর্তে সিংগেল পিস প্রিকাস্ট পাইলিং ড্রাইভ করা হয়েছে। তবে ডিজাইন অনুসারে

প্রিকাস্ট পাইল ড্রাইভ ৭০ ফুট হওয়ার কথা থাকলেও বেইজমেন্ট নির্মাণপূর্বক ৬০ ফুট পাইল ড্রাইভ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজাইন অপেক্ষা পাইল ড্রাইভ কম করার জন্য অবকাঠামোর কোন ঝুকি সৃষ্টি হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়;

১২.৩। আসবাবপত্র বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে বাস্তবে ১৫৩১টি আসবাবপত্রের বিপরীতে ১৮৩২টি সংগ্রহ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩০১টি বেশী সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আসবাবপত্রের ব্যয় ও সংখ্যার প্রাক্কলন সঠিক হয়নি মর্মে বিবেচিত হয়;

১২.৪। প্রকল্প এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের আবাসন সংকট রয়েছে;এবং

১২.৫। প্রকল্পটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু PCR পাওয়া গেছে ১২-০৫-২০১৪ তারিখে। পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে PCR প্রেরণের কথা থাকলেও প্রায় ১১ মাস পরে তা আইএমইডিতে প্রেরণ অনভিপ্রেত।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১। প্রকল্পের আওতায় কোন জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না, নিজস্ব জনবল দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজে অসুবিধা হয়েছে বিধায় বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে;

১৩.২। প্রকল্পের স্থান পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে ১৮-২০ ফুট নীচু ছিল বিধায় কাস্ট ইন সিটু পাইল করার কথা ছিল। কিন্তু মাটির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত ও অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে কাস্ট ইন সিটু পাইল করার পরিবর্তে সিংগেল পিস প্রিকাস্ট পাইলিং ড্রাইভ করা হয়েছে। তবে ডিজাইন অনুসারে প্রিকাস্ট পাইল ড্রাইভ ৭০ ফুট হওয়ার কথা থাকলেও বেইজমেন্ট নির্মাণপূর্বক ৬০ ফুট ড্রাইভ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজাইন অপেক্ষা পাইল ড্রাইভ কম করার জন্য অবকাঠামোর কোন ঝুকি সৃষ্টি হবে কিনা বা ভবনের স্থায়িত্ব/গুণগত মানের কোন সমস্যা হবে কিনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইপূর্বক তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৩.৩। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অংগের ব্যয় ও সংখ্যার প্রাক্কলন নির্ধারণের সময় আরো তৎপর ও দূরদৃষ্টি ভুমিকা পালন করতে হবে;

১৩.৪। প্রকল্প এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য পর্যাপ্ত স্থানসহ প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের আবাসন সংকট নিরসনে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৩.৫। প্রকল্পটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু PCR পাওয়া গেছে ১২-০৫-২০১৪ তারিখে । পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে PCR প্রেরণের কথা থাকলেও প্রায় ১১ মাস পরে তা আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে । এ বিষয়ে আরও কর্মতৎপর ও উদ্যোগী হতে হবে।

"শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণ" শীর্ষক পকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(ডিসেম্বর, ২০১২)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪০৮.০০	--	১৪০৪.০৯	জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২		১ বছর (৬৭%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সরবরাহ সেবা	থোক	১.০০	--	১.০০	১০০%
২.	আসবাবপত্র	লট	৬৫.০০	১৬৭৭টি	৬৫.০০	১৬৭৭টি (১০০%)
৩.	ছাত্রী হল-২ এর নির্মাণ কাজ	বঃমিঃ	১৩০৩.০০	৬১৫৪.২৮ বঃমিঃ	১৩৩৮.০৯	৬২৭৭.২৮বঃমিঃ (১২৩ বঃমিঃ১০২%)
৪.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	--	১৩.০০	--	--	আন্তঃখাত সমন্বয়
৫.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	--	২৬.০০	--	--	আন্তঃখাত সমন্বয়
	মোটঃ		**১৪০৮.০০**		**১৪০৪.০৯**	

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৪০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। তবে প্রকল্প মেয়াদে ১৪০৪.০৯ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয়। অর্থাৎ মূল প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ৩.৯১ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়নি। মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১৪০৪.০৯ লক্ষ টাকা (অবমুক্তির ১০০%) এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৭.১। **পটভূমি ঃ** শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে এ পর্যন্ত ২২২৫ এ উন্নীত হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য ৫০০ সিটের একটি মাত্র আবাসিক হল ছিল। ২০০৬-২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত "শিক্ষার গুণগতমান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন" শীর্ষক গুচ্ছ প্রকল্পে চার ব্লক বিশিষ্ট দ্বিতীয় ছাত্রী হলে ১০০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি ব্লকের ১ম ও ২য় তলা নির্মাণের মাধ্যমে ৭০ জন ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করার সংস্থান রাখা হয়েছিল। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ থাকায় শিক্ষার ক্ষেত্রে দিনে দিনে ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীদের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে ৪ তলা (চার ব্লক) বিশিষ্ট দ্বিতীয় ছাত্রীহলের প্রথম ব্লকের দ্বিতীয় তলার উপর তৃতীয় ও চতুর্থ তলা নির্মাণসহ অবশিষ্ট ৩টি ব্লকের ১ম - ৪র্থ তলা নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ছাত্রীদের আবাসনের সংকট দূর হবে বলে আশা করা যায়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ

- ৪৩০ আসনের ছাত্রী হল নির্মাণের মাধ্যমে ছাত্রীদের আবাসিক সংকট দূর করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন সহজ করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়** ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি ১৪০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এছাড়া গত ০৮-০১-২০১৩ তারিখের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে মোট ব্যয়ের মধ্যে সীমিত থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** ঃ দ্বিতীয় ছাত্রী হলের অবশিষ্ট অংশ (৬১৫৪.২৮ বর্গমিটার) নির্মাণ ও আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা** ঃ প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	প্রদীপ কুমার বসাক	২৬-০৯-২০১০	১৬-০১-২০১১	খন্ডকালীন
২।	এম আকবর হোসাইন	১৭-০১-২০১১	৩১-১২-২০১২	খন্ডকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সিলেট, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্রঃ শুরু হতে ছাত্রী হল নির্মাণের একাংশ।

চিত্রঃ ছাত্রী হল নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর ফিনিসিং কাজ বাকী আছে।

চিত্রঃ ছাত্রী হল নির্মাণ সমাপ্তির পরের অবস্থা।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান, সংগ্রহকৃত ইকুইপমেন্ট ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাঃ ব্লায়ন অগ্রগতি ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪০৮.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, প্রকল্পটির ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৪০৪.০৯ লক্ষ টাকা, যার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ অগ্রগতি ১৪০৪.০৯ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়কালে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-২০১১	২৯১.০০	২৯১.০০	--	২০.৫৮%	২৯১.০০	২৯১.০০	--	২০.৫৮%
২০১১-২০১২	৭০০.০০	৭০০.০০	--	৪৯.৬৭%	৭০০.০০	৭০০.০০	--	৪৯.৬৭%
২০১২-২০১৩	৪১৭.০০	৪১৭.০০	--	২৯.৭৫%	৪১৩.০৯	৪১৩.০৯	--	২৯.৭৫%
মোট	**১৪০৮.০০**	**১৪০৮.০০**	**--**	**১০০%**	**১৪০৪.০৯**	**১৪০৪.০৯**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণ** ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। সরবরাহ সেবা ঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সরবরাহ সেবা খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। আসবাবপত্রঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে আসবাবপত্র খাতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে, মোট আসবাবপত্রের সংখ্যা ১৬৭৭টি। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। ছাত্রী হল-২ এর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ১৩০৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৩৮.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে ৩৫.০৯ লক্ষ টাকা (১২৩.৭০ বঃমিঃ) অগ্রগতি বেশী ব্যয় হয়েছে, যা ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতের বরাদ্দ হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হয়েছে। অর্থাৎ এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০২% সম্পন্ন হয়েছে। রন্নমের আয়তন সামান্ন বৃদ্ধির কারণে বাস্তব অগ্রগতি ২% বেশী হয়েছে যা অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.২.৪। ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী **এ** খাতে ১৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যা ডিপিইসি'র অনুমোদন ক্রমে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ছাত্রী হল-২ এর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৮.২.৫। প্রাইস কন্টিনজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতে ২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ২২.০৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে যা ডিপিইসি'র অনুমোদন ক্রমে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ছাত্রী হল-২ এর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৯.০ ।প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
৪৩০ আসনের ছাত্রী হল নির্মাণের মাধ্যমে ছাত্রীদের আবাসিক সংকট দূর করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জন সহজ করা।	৪৩০ আসনের ছাত্রী হল নির্মাণের মাধ্যমে ছাত্রীদের আবাসিক সংকট কিছুটা দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন সম্ভব হয়েছে।

১০.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০। প্রকল্পের প্রভাব ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আবাসন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে যার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিস্বরূপ তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে মর্মে আশা করা যায়।

১২.০। সমস্যা ঃ

১২.১ প্রকল্পের মালামাল সরবরাহে বিলম্ব হয়েছে যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করতে হয়েছে;

১২.২ নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত রডের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় (টেন্ডার প্রাপ্তির সময় রেট সিডিউল-২০০৮ ছিল) নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হয়েছে; এবং

১২.৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্মিত ছাত্রী হলে যথাযথ মেইন্টেনেন্সের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩.০। সুপারিশ ঃ

১৩.১ সরবরাহকারী ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তিকৃত মূল্য বৃদ্ধির আর সুযোগ থাকেনা তাই প্রকল্পের মালামাল সরবরাহে বিলম্ব পরিহার করার জন্য ভবিষ্যতে জোরদার মনিটরিং/তাগিদ অব্যাহত রাখতে হবে;

১৩.২ নির্মাণ কাজের সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনা। এ ক্ষেত্রেও সরবরাহকারী ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তিকৃত মূল্য বৃদ্ধির আর সুযোগ থাকেনা তাই ২০১১ সালে আহবানকৃত টেন্ডারে ২০০৮ সালের রেট সিডিউল ব্যবহার ঠিক নয়। তাই ভবিষ্যতে টেন্ডার আহবান কালে সর্বশেষ রেট সিডিউল অনুসরণে নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। সেই সাথে নির্মাণ কাজের মনিটরিং জোরদার করতে হবে; এবং

১৩.৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর যথাযথ মেইন্টেনেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান করতে হবে।

"জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান : সাভার, ঢাকা।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল (মেয়াদ বৃদ্ধি)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪০০.০০	২৬৪০.০০	২৬৪০.০০	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১২	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩	--	১বৎসর (৫০%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	পরিমাণ/সংখ্যা	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	ছাত্রী হল নির্মাণ (৬৪৮ আসন) ৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা	৯৩৪৫ বঃমিঃ	১৫২৮.৬০	৯৩৪৫ বঃমিঃ	১৫২৮.৬০	১০০%
০২.	ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫তলা)	৫০০০ বঃমিঃ	১০০০.০০	৫০০০ বঃমিঃ	১০০০.০০	১০০%
০৩.	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৩২১২ সেট	১১১.৪০	৩২১২ সেট	১১১.৪০	১০০%
	মোটঃ		২৬৪০.০০		২৬৪০.০০	

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১। **পটভূমিঃ** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে ৫টি অনুষদের আওতায় ২৮টি বিভাগে প্রায় ১০,৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উচ্চতর গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়াত বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার স্মরণে ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে বিদ্যমান ১২টি আবাসিক হল (ছাত্র হল ৭টি ও ছাত্রী হল ৫টি) শিক্ষার্থীর আবাসনের জন্য যথেষ্ট নয়। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে হল সংখ্যা বৃদ্ধি না করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অধিকসংখ্যক ছাত্রী ভর্তির

উদ্দেশ্যে ৫২৫ জন ছাত্রীর আবাসনের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক একটি আবাসিক হল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে মোট ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক)বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
(খ) উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা;
(গ) দেশ বিদেশের চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আইসিটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
(ঘ) ছাত্রীদের আবাসিক সংকট দূরীকরণ;' এবং
(ঙ) ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ সেন্টার ও ছাত্রী হলের আসবাবপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক এর ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন,২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (৬৪৮ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হল, ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৩২১২টি আসবাবপত্র) সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	এস এম আনোয়ারুল ইসলাম পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	০১-০৭-২০১০	৩০-০৬-২০১৩	পূর্নকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ০৭-০৪-২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-১১	২০০.০০	২০০.০০	--	৭.৫৮%	২০০.০০	২০০.০০	--	৭.৫৮%
২০১১-১২	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৩০.৩০%	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৩০.৩০%
২০১২-১৩	১৬৪০.০০	১৬৪০.০০	--	৬২.১২%	১৬৪০.০০	১৬৪০.০০	--	৬২.১২%
মোট	**২৬৪০.০০**	**২৬৪০.০০**	**--**	**১০০%**	**২৬৪০.০০**	**২৬৪০.০০**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। ছাত্রী হল নির্মাণ (৬৪৮আসন) (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ছাত্রী হল নির্মাণ (৬৪৮আসন) ৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা বাবদ ১৫২৮.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫২৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ৯৩৪৫ বঃমিঃ এর মধ্যে পুরোটাই (৯৩৪৫ বঃ মিঃ) সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতিও ১০০%। নির্মাণ কাজে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্য নির্মাণশৈলী ব্যবহার করে ছাত্রী হলটি নির্মাণ করা হয়েছে, যা সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়েছে।

চিত্রঃ শেখ হাসিনা হল।

৮.২.২। ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ৫০০০ বঃমিঃ এর মধ্যে পুরোটাই (৫০০০ বঃ মিঃ) সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতিও ১০০%। নির্মাণ কাজে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্য নির্মাণশৈলী ব্যবহার করে গবেষণা কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে, কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়েছে।

চিত্রঃ ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

৮.২.৩। আসবাবপত্র সংগ্রহঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ১১১.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১১.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ৩২১২টির মধ্যে সবগুলোই (৩২১২টি) সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতিও ১০০%।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;	(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
(খ) উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা;	(খ) উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে সেন্টার অব এক্সিলেন্স (ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ সেন্টারটি পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
(গ) দেশ বিদেশের চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আইসিটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;	(গ) দেশ বিদেশের চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আইসিটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
(ঘ) ছাত্রীদের আবাসিক সংকট দূরীকরণ;	(ঘ) ছাত্রীহল নির্মাণের মাধ্যমে ছাত্রীদের আবাসিক সংকট দূর করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে;
(ঙ) ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ সেন্টার ও ছাত্রী হলের আসবাবপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি।	(ঙ) ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ সেন্টার ও ছাত্রী হলের আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u> আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিদেশের চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আইসিটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছাত্রীদের আবাসিক সংকট দূর করার মাধ্যমে নারী শিক্ষার পথ সুগম করার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এছাড়া রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১২.১। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শুরুতে অর্থায়নের প্রবাহ কিছুটা মন্থর ছিল, পরবর্তীতে প্রকল্পে যথাসময়ে অর্থ পেয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে আর কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি।

১৩.০। <u>সুপারিশঃ</u>

১৩.১। প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর রক্ষনাবেক্ষণ কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়ন হতে যথাযথভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট তৎপর হতে হবে।

১৩.২। সমাপ্ত প্রকল্পটির সত্তর External Audit সম্পন্নকরত: আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প।

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০।	প্রকল্পের অবস্থান	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬।
২.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
৩.০।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪.০।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোটঃ টাকাঃ প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত	মোটঃ টাকাঃ প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮৯৩.০০ ১৮৯৩.০০ -	-	১৮৮২.০০ ১৮৮২.০০ -	জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত	--	জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত	১১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। (০.৫৮%)	--

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/পরিমাণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়ন	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)	১০০%
২.	আনুষংগিক	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০ (১০০%)	১০০%
৩.	আসবাবপত্র	২৯৯৬ টি	১৯৭.২৫	২৯৯৬ টি	১৯৬.৫৫ (৯৯.৬৫%)	১০০%
৪.	নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ (পাঁচ তলা ভিতের উপর তিনতলা পর্যন্ত)	৪১৫০ বঃমিঃ	৬৩৪.০০	৪১৫০ বঃমিঃ	৬৩৩.২৯ (৯৯.৮৯%)	১০০%
৫.	কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ (পাঁচ তলা ভিতের উপর দুইতলা পর্যন্ত)	৪৩৬৮ বঃমিঃ	৬২৯.০০	৪৩৬৮ বঃমিঃ	৬২৮.৭১ (৯৯.৯৫%)	১০০%
৬.	বিদ্যমান গবেষণাগার ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ (তৃতীয় তলা)	১৩৪৪ বঃমিঃ	১৫৬.০০	১৩৪৪ বঃমিঃ	১৪৭.৮৭ (৯৪.৭৯%)	১০০%
৭.	কৃষি অনুষদ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ (চতুর্থ তলা)	২৩৫০ বঃমিঃ	২৬৬.৭৫	২৩৫০ বঃমিঃ	২৬৫.৫৮ (৯৯.৫৬%)	১০০%
	মোট=		১৮৯৩.০০	১০০%	১৮৮২.০০ (৯৯.৪২%)	১০০%

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৮৮২.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় (অবশিষ্ট ১১ লক্ষ টাকা

অবমুক্ত করা হয়নি) যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ অবমুক্ত টাকার বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪২% এবং বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। **<u>পটভূমিঃ</u>** বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়ন তথা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সক্ষম প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষিত, সৃজনশীল, সুদক্ষ ও আধুনিক কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মী তৈরী করার লক্ষ্যে কৃষি বিজ্ঞানে এম.এস ও পিএইচ.ডি পর্যায়ে শিক্ষাদান ও ডিগ্রী প্রদান এবং কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার জন্য গাজীপুর জেলার সালনায় ১৯৮৩ সালে ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইপসা অত্যন্ত সুনামের সাথে আন্তর্জাতিক মানের এম.এস ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসিত কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ইপসা আইন ১৯৯৪ প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ০৮/০৭/৯৮ তারিখে সংসদে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮" (১৯৯৮ সালের ১৬ নং আইন) হিসেবে অনুমোদিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পিএচডি প্রোগ্রামে ১৪৫ জন, এম.এস প্রোগ্রামে ১৯১ জন এবং বি.এস.সি (এজি) প্রোগ্রামে ৩৮৫ জন, বি.এস.সি (ফিসারিজ) প্রোগ্রামে ৫৮ জনসহ মোট ৭৭৯ জন ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়নরত আছেন। এম.এস ও পিএচ.ডি প্রোগ্রামে সাথে ২০০৫ ইং হতে বি.এস.সি (এজি) প্রোগ্রামে এবং গত শিক্ষা বছর হতে বি.এস.সি (ফিসারিজ) প্রোগ্রামে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। আগামী বছরে বি.এস.সি (এজি) প্রোগ্রামে এবং বি.এস.সি (ফিসারিজ) প্রোগ্রামে প্রায় ২০০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বি.এস.সি (এনিম্যাল সায়েন্স) নতুন অনুষদে বর্তমানে ৫০ জন ও ভবিষ্যতে আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে তাদের অর্ধেক হচ্ছে ছাত্রী। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও ছাত্রীদের আবাসনের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক ছাত্রী হল নেই। ভবিষ্যতে বি.এস.সি প্রোগ্রামে যে সকল ছাত্রী ভর্তি করা হবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হলের ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রীদের বাসস্থানের সংকট প্রকট হবে। ফলে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ একান্ত অপরিহার্য। তেমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকদের অফিস ও গবেষণাগার, ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, আবাসিক ও গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ কমিটি এবং পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি কমিটি'র সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৮.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

০৭) অধিক সংখ্যক ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ;
০৮) কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ;
০৯) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গবেষণাগারের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ;
১০) কৃষি অনুষদের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ; এবং
১১) শ্রেণীকক্ষ, গবেষণাগার এবং অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়/সংগ্রহ।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পুর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত হয়েছে।

৭.৪। **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হলো প্রকল্পে প্রস্তাবিত নির্মাণ কাজের ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়ন, আসবাবপত্র ক্রয়, নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ, বিদ্যমান গবেষণাগার ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও কৃষি অনুষদ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।

৭.৫। **<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
১।	প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান	০১-০১-২০১১	০৩-০৩-২০১৩	পূর্ণকালীন সময়
২।	প্রফেসর ড. মো. তোফাজ্জল হোসেন	০৪-০৩-২০১৩	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন সময়

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ০৫-০৪-২০১৪ ও ০৭-০৩-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৮৮২.০০ লক্ষ টাকা (৯৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত, ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-১১	৯২.০০	৯২.০০	--	৪.৮৬%	৯২.০০	৯২.০০	--	৪.৮৬%
২০১১-১২	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৪২.২৬%	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৪২.২৬%
২০১২-১৩	৯৯০.০০	৯৯০.০০	--	৫২.৩০%	৯৯০.০০	৯৯০.০০	--	৫২.৩০%
মোট	**১৮৮২.০০**	**১৮৮২.০০**	**--**	**১০০%**	**১৮৮২.০০**	**১৮৮২.০০ (অবমুক্তের ১০০%)**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়নঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়ন বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। আনুষংগিকঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। আসবাবপত্রঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে আসবাবপত্র বাবদ ১৯৭.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৬.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.৭০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৪% এবং বাস্তবে ২৯৯৬টি আসবাবপত্রের বিপরীতে ২৯৯৬টিই সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। আসবাবপত্রের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৮.২.৪। নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ (পাঁচ তলা ভিতের উপর তিনতলা পর্যন্ত): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ বাবদ ৬৩৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৩৩.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৮% এবং বাস্তবে ৪১৫০ বঃমিঃ এর স্থলে ৪১৫০ বঃমিঃ নির্মাণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি

১০০% সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্য নির্মাণ শৈলী ব্যবহার করে ছাত্রী হলটি নির্মাণ করা হয়েছে, যা সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়েছে।

চিত্রঃ নির্মিত ছাত্রী হল।

চিত্রঃ ছাত্রী হলের পিছনের অংশ।

চিত্রঃ ছাত্রী হলের ডাইনিং রুম।

৮.২.৫। কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ (পাঁচ তলা ভিতের উপর দুইতলা পর্যন্ত): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ বাবদ ৬২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬২৮.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৫% এবং বাস্তবে ৪৩৬৮ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৪৩৬৮ বঃমিঃ নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়েছে।

চিত্রঃ কেন্দ্রীয় গবেষণাগার

৮.২.৬। বিদ্যমান গবেষণাগার ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ (তৃতীয় তলা): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ১৫৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪৭.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এবং বাস্তবে ১৩৪৪ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১৩৪৪ বঃমিঃই নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্য নির্মাণশৈলী ব্যবহার করে গবেষণা কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে, কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়েছে। তবে যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যেমন-বেসিনে কল ছিলনা, দেয়ালে ফাটলসহ আস্তর উঠানো অবস্থায় দেখা গেছে।

চিত্রঃ নির্মিত গবেষণাগার সম্মুখ ভাগ।

চিত্রঃ নির্মিত গবেষণাগার পিছনের অংশ।

চিত্রঃ নির্মিত গবেষণাগারের টয়লেটের বেসিন কল নেই।

চিত্রঃ গবেষণাগারের টয়লেটের দেয়ালের ফাটল

চিত্রঃ গবেষণাগারের দেয়ালের চিত্র

৮.২.৭। কৃষি অনুষদ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ (চতুর্থ তলা): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কৃষি অনুষদ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ বাবদ ২৬৬.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫৬% এবং বাস্তবে ২৩৫০ বঃমিঃ এর স্থলে ২৩৫০ বঃমিঃই নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্য নির্মাণশৈলী

ব্যবহার করে গবেষণা কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে, কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়েছে। তবে ভবনের ভেতরের টয়লেট প্রাঙ্গনে পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন মর্মে অনুভূত হয়েছে।

চিত্রঃ কৃষি অনুষদ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ

চিত্রঃ কৃষি অনুষদ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ

চিত্রঃ কৃষি অনুষদ ভবনের টয়লেটের চিত্র।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১) অধিকসংখ্যক ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ।	১) অধিকসংখ্যক ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে।
২) কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ।	২) কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
৩) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গবেষণাগারের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	৩) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গবেষণাগারের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৪) কৃষি অনুষদের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	৪) কৃষি অনুষদের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৫) শ্রেণীকক্ষ গবেষণাগার এবং অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়/সংগ্রহ।	৫) শ্রেণীকক্ষ গবেষণাগার এবং অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

১০.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ সকল উদ্দেশ্যই অর্জিত হয়েছে।

১১.০। প্রকল্পের প্রভাবঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিকল্পিত সকল নির্মাণ কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। একাডেমিক, আবাসিক ও গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

১২.০। সমস্যাঃ

১২.১। **বিদ্যমান গবেষণাগার ভবনের ভেতরে** যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, বেসিনের কল ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা যায় এবং দেয়ালে ফাটলসহ আস্তর উঠানো অবস্থায় দেখা গেছে যা কাম্য নয়;

১২.২। কৃষি অনুষদ ভবনের ভেতরের টয়লেট প্রাঙ্গনে পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন মর্মে অনুভূত হয়েছে।

১২.৩। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা অনেক বিলম্বে (প্রায় ০৯মাস পরে) প্রেরণ করা হয়;

১২.৪। প্রাপ্ত পিসিআর-এ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্যে অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

১৩.০। **সুপারিশঃ**

১৩.১। **বিদ্যমান গবেষণাগার ভবনের ভেতরে** যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, বেসিনের কল ভাঙ্গা এবং দেয়ালে ফাটলসহ আস্তর উঠে যাওয়ার বিষয়গুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

১৩.২। কৃষি অনুষদ ভবনের ভেতরের টয়লেট প্রাঙ্গনে পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৩। প্রকল্পটি সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৩.৪। সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট এর প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১৩.৫। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার আলোকে এখন থেকেই কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এ লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা কর্মানুগ হবে; এবং

১৩.৬। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৩.৭। অনুচ্ছেদ ১৩.১ হতে ১৩.৭ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Introduction of ICT Course in 10 Post Graduate Calleges (Pilot)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(জুন, ২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ সমগ্র বাংলাদেশ

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জেডিসিএফ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (জেডিসিএফ)	সর্বশেষ সংশোধিত (জেডিসিএফ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১	অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	--	২ বছর (১০০%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১.	ICT LAB স্থাপন	সংখ্যা	৪৮৪.০৯	২৩	৪৪৩.২৯	২৩ (১০০%)
২.	ICT LAB সংস্কার	সংখ্যা	৩২৯.০০	৩০	৩২১.৮৪	৩০ (১০০%)
৩.	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	জন	৯৬.৭০	১৬৯	৯৬.৫৪	১৬৯ (১০০%)
৪.	জনবল	জন	১৪৭.৭৭	২০	১২৯.৭০	২০ (১০০%)
৫.	শিক্ষকদের সম্মানী	থোক	২৬০.০০	--	২৩০.০৯	৮৮%
৬.	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৬৩.৯০	১০৯৩	৫৮.৪০	১০৯৩ (১০০%)
৭.	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২০.৩৭	-	০.৩৬	২%
৮.	সিলেবাস, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, শিক্ষা দান ম্যানুয়াল, ক্লাস নোট, প্রণয়ন ও মুদ্রন।	সংখ্যা	৪০.১৪	২০০০০	৩০.৮৫	২০০০০ (১০০%)
৯.	অফিস ইকুপমেন্ট ফর পিআইইউ	থোক	০৪.৪৭	--	০.৭০	১৬%
১০.	স্টেশনারী ফর পিআইইউ	থোক	১২.৫৬	--	১২.১৪	১০০%
১১.	কন্টিজেন্সি ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	৪১.০০	--	৪৩.৩০	১০৫%
	মোটঃ		**১৫০০.০০**		**১৩৬৭.২১**	

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অক্টোবর,২০০৮ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয়। মুল টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১৩৬৭.২১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯১.১৫% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৭.১। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশকৃত ১৯৯২(৩৭) নং আইন অনুযায়ী গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত চত্বরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরম্নতে অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ৬৫০টি। বর্তমানে ২০০০ টির অধিক কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রয়েছে। যার মধ্যে ১১৪টি কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু রয়েছে।

বর্তমানে চাকুরী লাভের জন্য একটি বড় শর্ত হচ্ছে- কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিষয়ক কোর্স ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকলেও অবকাঠামোগত অপতুলতার কারণে এ কোর্সটি এখনো গুটিকয়েক কলেজে সীমাবদ্ধ রয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে আইসিটি কোর্স না থাকায় শতকরা ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী কম্পিউটার জ্ঞান অর্জন না করেই ডিগ্রী লাভ করে। ফলে চাকুরী প্রাপ্তিতে এবং চাকুরী ক্ষেত্রেও তাদের অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান অনেক কম থাকায় তাদের বেকারত্বের হারও অধিক। প্রকল্পটির আওতায় এই কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলে প্রতি বছর ৭২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে যা দেশের ICT ক্ষেত্রে এক বিপস্নব সাধন করবে। ICT কোর্সের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত এ প্রকল্পে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১০টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ICT কোর্স optional বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬৯ জন শিক্ষককে ICT ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ICT কোর্সের সিলেবাস প্রণয়ন করে সংশিষ্ট কলেজে প্রেরণ করা হয়েছে। সেইসাথে ১ম বছরে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য Teaching Manual (Theory & Practical) প্রণয়ন করে তা প্রদান করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ

(ক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের উপর ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক কোর্স প্রবর্তন
(খ) ১০টি স্নাতকোত্তর কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ICT Lab.স্থাপন
(গ) ICT বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ
(ঘ) ICT Lab.-এর জন্য অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান কক্ষগুলোর মেরামত ও সংস্কার।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি** ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে তা সংশোধিত হয়ে ১ম পর্যায়ে অক্টোবর ২০০৮হ'তে জুন, ২০১২ এবং ২য় পর্যায়ে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ আরও ১বছর বৃদ্ধি অর্থাৎ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম**

(ক) ICT Lab. স্থাপন এবং PIU অফিস পরিচালনার লক্ষ্যে ৩০টি কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ;
(খ) ২৩টি ICT Lab. স্থাপন;
(গ) ১৬৯জন শিক্ষককে ICT Application কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(ঘ) ১০৯৩টি আসবাবপত্র ক্রয়;
(ঙ) ২০জন (১০ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ১০জন ICT Lab. সহকারী) জনবল নিয়োগ
(চ) মেরামত ও সংস্কার;
(ছ) প্রিন্টিং ও প্রকাশনা।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা** ঃ প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	অনুপম মোঃ জাহিদ শারাফি পরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	০১-১০-২০০৮	--	পূর্ন কালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ প্রকল্পটির ঢাকা বিভাগের ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজের কার্যক্রম গত ২৬-০৮-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, কলেজের অধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ ও কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিদর্শনের আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প হতে সকল খরচ বহন করার ফলে আইসিটি কোর্স সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষনীয় ছিল। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে কোর্স ফি বাবদ এককালীন ৫০০.০০ টাকা এবং মাসিক ২০০.০০ টাকা ধার্য করার ফলে অনেক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে আইসিটি কোর্স গ্রহণে অনাগ্রহ দেখা যায়। উল্লেখ্য আইসিটি কোর্সটি কলেজের বিদ্যমান আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকগণের সহায়তায় চালু আছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান শিক্ষকগণকে ক্লাসপ্রতি ৫০০.০০ টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। এ সম্মানীর টাকা সংস্থানের নিমিত্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে উল্লিখিত ফি আদায় করা হয় মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। এ সম্মানীর টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজের নিজস্ব অর্থায়ন হতে সংস্থান করা সম্ভব হলে ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে এককালীন বা মাসিক কোন টাকা আদায় করার প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পর কলেজ ভিত্তিক একজন করে ল্যাব টেকনিশিয়ানের সংস্থান রাখাসহ, জেনারেটর ক্রয় করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এ কার্যক্রম বাবদ প্রয়োজনীয় খরচ সংশ্লিষ্ট কলেজের নিজস্ব অর্থায়ন হতে সংস্থান করা যেতে পারে। এছাড়া পরিদর্শনকালে আরও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বিদ্যমান ল্যাব অপরিসর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে ল্যাব কক্ষের পরিসর বৃদ্ধি করা হলে একসাথে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। এতে অর্থ ও সময় উভয়ের সাশ্রয় হবে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) sPEC, PSC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বা: ব্লায়ন অগ্রগতি ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৩৬৭.২১ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জেডিসিএফ)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৮-২০০৯	৮০০.০০	৮০০.০০		৫৩.৩৪	৩০৪.৬৯	৩০৪.৬৯	--	১০০%
২০০৯-২০১০	৩০০.০০	৩০০.০০		২০.০০	৫২৮.৬৯	৫২৮.৬৯	--	১০০%
২০১০-২০১১	২০০.০০	২০০.০০		১৩.৩৩	১১০.৩১	১১০.৩১	--	১০০%
২০১১-২০১২	৫০.০০	৫০.০০		০৩.৩৩	২৪৫.৫৭	২৪৫.৫৭	--	১০০%
২০১২-২০১৩	১৫০.০০	১৫০.০০		১০.০০	১৭৭.৯৫	১৭৭.৯৫	--	১০০%
মোট	**১৫০০.০০**	**১৫০০.০০**		**১০০%**	**১৩৬৭.২১.০০**	**১৩৬৭.২১.০০**	**--**	১০০%

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণ** ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। **ICT LAB স্থাপন ঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ICT LAB স্থাপন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৪৮৪.০৯ লক্ষ টাকা। এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৪৩.২৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। **ICT LAB সংস্কার ঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ICT LAB সংস্কার বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩২৯.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩২১.৮৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাবদ ৯৬.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। **জনবল ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে জনবলের বেতন ভাতা বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৪৭.৭৭ লক্ষ টাকা। এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১২৯.৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। **শিক্ষকদের সম্মানী ঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষকদের সম্মানী বাবদ ২৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে এ খাতে প্রকত ব্যয় হয়েছে ২৩০.০৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। **আসবাবপত্র ক্রয় ঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৩.৯০ লক্ষ টাকা। এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭। **মেরামত ও সংরক্ষণ ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২০.৩৭ লক্ষ টাকা। এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ০.৩৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ০২%। কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতিসমূহ নতুন ক্রয়ের কারণে মেরামত ও সংরক্ষণে ব্যয় কম হয়েছে।

৮.২.৮। **সিলেবাস, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, শিক্ষা দান ম্যানুয়াল, ক্লাস নোট, প্রণয়ন ও মুদ্রনঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৪০.১৪ লক্ষ টাকা। এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩০.৮৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। **অফিস ইকুপমেন্ট ফর পিআইইউ ঃ** টিপিপি অনুযায়ী এ খাতে ৪.৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান গাড়ীর মেরামত বাবদ ০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১৬%।

৮.২.১০। **স্টেশনারী ফর পিআইইউ ঃ** টিপিপি অনুযায়ী প্রিন্টিং এবং প্রকাশনা খাতে ১২.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১১। **কন্টিনজেন্সি ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় ঃ** টিপিপি অনুযায়ী কন্টিনজেন্সি ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় খাতে ৪১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৩.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০৫%। এ খাতে ব্যয়কৃত অতিরিক্ত ২.৩০ লক্ষ টাকা (৪৩.৩০ - ৪১.০০ =২.৩০) মেরামত ও সংরক্ষণ খাত হতে সমন্বয় করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৯.০ ।প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
(ক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের উপর ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক কোর্স প্রবর্তন।	(ক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের উপর ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

(খ) ১০টি স্নাতকোত্তর কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ICT Lab স্থাপন।	(খ) ১০টি স্নাতকোত্তর কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ICT Lab স্থাপন করা হয়েছে।
(গ) ICT বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ।	(গ) ICT বিষয়ে ১৬৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঘ) ICT Lab-এর জন্য অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান কক্ষগুলোর মেরামত ও সংস্কার।	(ঘ) ICT Lab এর জন্য অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান কক্ষগুলোর মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।

১০.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০। **প্রকল্পের প্রভাব ঃ**

"দশটি স্নাতকোত্তর কলেজে ICT কোর্স প্রবর্তন (পাইলট)" প্রকল্পের আওতায় ১৬৯ জন কলেজ শিক্ষককে ICT কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ৩টি ICT Lab স্থাপন করা হয়। উক্ত Lab-এর প্রতিটিতে ২১টি করে মোট ৬৩টি কম্পিউটার রয়েছে। প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষিত কলেজ শিক্ষকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট কলেজে ICT কোর্সের উপর পাঠদান করেছে। প্রকল্পের আওতায় ১০টি কলেজে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ১০০ নম্বরের ICT কোর্স প্রবর্তন করা হয়। প্রতি কলেজে ২টি করে মোট ২০টি ICT Lab স্থাপন করা হয়। প্রতি Lab-এ ২১টি করে ১০টি কলেজের ২০টি Lab.-এ মোট ৪৪০টি কম্পিউটার রয়েছে। উক্ত কোর্সের Theory ক্লাসসমূহ কাসরন্নমে অনুষ্ঠিত হয় এবং Theory ক্লাসসমূহ শেষ হবার পর পরই Practical ক্লাসসমূহ বর্ণিত Lab.সমূহে অনুষ্ঠিত হয়। ৩টি শিক্ষাবর্ষে (২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০) ১০টি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ১৪,৬১৪জন শিক্ষার্থী ICT কোর্স সম্পন্ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যার মধ্যে ঢাকা কলেজে ১৬৫৫ জন, তিতুমীর কলেজে ১১১৯ জন, ইডেন মহিলা কলেজে ১৬৬৬ জন, টংগী কলেজে ৯৭৫ জন, চট্টগ্রাম কলেজে ১৬৭৯ জন, রাজশাহী কলেজে ১৭০০ জন, কারমাইকেল কলেজে ১৭০৯ জন, বি. এল কলেজ, খুলনায় ১২৯২ জন, বি. এম কলেজ, বরিশালে ১৫০২ জন এবং এম. সি কলেজ, সিলেটে ১৩১৭ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ICT কোর্সের শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়েছে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ICT কোর্স সম্পন্ন করার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ লাভ করেছে এবং সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। যার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা গুরন্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১২.০। **সমস্যা ঃ**

১২.১ ছাত্র/ছাত্রীদের তুলনায় ল্যাব সুবিধা অপ্রতুল, ল্যাব কক্ষ খুবই অপরিসর;

১২.২ বিদ্যুতের লোড শেডিং জনিত কারণে ICT ক্লাস নেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে;

১২.৩ প্রকল্প চলাকালীন ইন্টারনেট কানেকশন থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির পর ইন্টারনেট কানেকশন বেশীর ভাগ কলেজে চালু রাখা সম্ভব হয়নি;

১২.৪ প্রকল্প চলাকালীন টেকনিশিয়ান থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির পর টেকনিশিয়ান না থাকায় কিছু কিছু কম্পিউটার অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

১২.৫ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে ফি বাবদ কোন টাকা নেয়া হয়নি। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে মাসিক ফি নেয়া শুরন্ন করা হয়েছে যাতে ছাত্র/ছাত্রীদের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে।

১৩.০। **সুপারিশ ঃ**

১৩.১ প্রয়োজনের নিরিখে ল্যাব সুবিধা সকল ছাত্র/ছাত্রীদে জন্য সমভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দ্দিষ্ট সিডিউল অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে ল্যাব কক্ষের পরিসর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

১৩.২ বৈদ্যুতিক লোড শেডিং-এর সময়ে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৩.৩ কলেজ হতে নিজস্ব অর্থায়নে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৩.৪ কলেজের নিজস্ব অর্থায়ন হতে কলেজ ভিত্তিক কম্পিউটার টেকনিশিয়ানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে; এবং

১৩.৫ শিক্ষকগণকে প্রদেয় সম্মানীর টাকা ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে নেয়ার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কলেজের নিজস্ব অর্থায়ন হতে সংস্থান করা যেতে পারে।

"চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধাদি আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(ডিসেম্বর,২০১২)

১.০। প্রকল্পের অবস্থানঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০০.০০	--	৮০০.০০	জানুয়ারী,২০১০ হতে জুন,২০১২	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২	--	৬ মাস (২০%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	বৈজ্ঞানিক ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫১৭.৪৮	লট	৫১৭.৪৮	লট
০২.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৬.০৬	২৯১ টি	৩৬.০৬	২৯১ টি
০৩.	ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ	১২১৬ ব.মি	২৪২.৩০	১২১৬ বঃমিঃ	২৪২.৩০	১২১৬ বঃমিঃ
০৪.	স্টেশনারী মালামাল	সংখ্যা	১.৩০	লট	১.৩০	লট
০৫.	কন্টিনজেন্সী	থোক	২.৮৬	থোক	২.৮৬	থোক
	মোটঃ		**৮০০.০০**	--	**৮০০.০০**	--

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার সম্পূর্নটাই ব্যয়িত হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং প্রকল্পের বাস্ত অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। **পটভূমিঃ** ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই রসায়ন বিভাগ তার একাডেমিক কর্মকান্ড শুরু করে। বর্তমানে উচ্চতর এবং বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৮ জন পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকসহ মোট ৩৩ জন শিক্ষক এবং ৭৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে রসায়ন বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমৃদ্ধ বিভাগ । শিক্ষকবৃন্দের প্রত্যেকেই তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষায়িত দক্ষতা নিয়ে সক্রিয়ভাবে গবেষণা কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে এ বিভাগের শিক্ষক/গবেষকবৃন্দের উল্লেখযোগ্য গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে । এ বিভাগ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী এম ফিল এবং পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেছে যার ধারা অদ্যবধি বহাল রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী রসায়নের বিভিন্ন শাখায় এম এস, এম ফিল এবং পি এইচ ডি

প্রোগ্রামের আওতায় গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন । এ বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে প্রতি বছর গড়ে ৪০ জন করে শিক্ষার্থী সফলভাবে তাদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করছেন ।

এ বিভাগ ইতোমধ্যে একাডেমিক কর্মসূচির আধুনিকীকায়ন করেছে এবং ৪ বৎসরের স্নাতক (সম্মান) কোর্স প্রবর্তন করেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে ব্যবহারিক রসায়ন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর এম এস, এম ফিল এবং পি এইচ ডি কোর্সের বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার আবশ্যক । গত ৮০'র দশকে বিভাগে একটি ইনফ্রারেড স্পেকট্রোফটোমিটার এবং একটি ইউ ভি ভিজিবল স্পেকট্রোফটোমিটার সংগ্রহ করা হয়েছিল যেগুলো দশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ (গড় আয়ুর চেয়েও বেশী) চমৎকারভাবে কাজ করে আসছিল । উক্ত দু'টি যন্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ায় বিভাগের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত বরাদ্দের আওতায় উক্ত দু'টি মূল্যবান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ছিল অসম্ভব । বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বরাদ্দের প্রায় সবটাই সাধারণ ব্যবহারিক ক্লাস এবং গবেষণা কাজের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেই নিঃশেষ হয়ে যায় । একটি মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ল্যাবরেটরী ব্যতীত গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা ও শিক্ষা দানের মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় ।

এ প্রেক্ষাপটে রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধাদি বৃদ্ধিকরনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রস্তবিত ''মডার্নাইজেশন অব ল্যাবরেটরী ফ্যাসিলিটি ইন দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব কেমিস্ট্রি অব দ্যা ইউনিভার্সিটি অব চিটাগং'' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(১) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধা বৃদ্ধিকরণ,

(২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের উচ্চতর গবেষণা ও প্রশক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ,

(৩) রসায়ন বিভাগের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপনের নিমিত্তে একটি ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ১০০ আসনের একটি সেমিনার কক্ষ নির্মাণ।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৮০০.০০ লক্ষ টাকা (পুরোটাই জেডিসিএফ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(১) ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ কাজ শেষে তা শিক্ষক/গবেষক/ শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক কাজে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা;

(২) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ সংগ্রহ করা;

(৩) আসবাবপত্র সংগ্রহ করা; এবং

(৪) স্টেশনারী মালামাল সংগ্রহ করা ।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব মোঃ আবু সাঈদ হোসেন পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ।	০১-০১-২০১০	৩১-১২-২০১২	পূর্ণকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ০৩-০৫-২০১৪ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ড্রইং ও ডিজাইন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে

পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৮০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০ %)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জেডিসিএফ)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৯-১০	২০০.০০	২০০.০০	--	২৫%	২০০.০০	২০০.০০	--	২৫%
২০১০-১১	৪০০.০০	৪০০.০০	--	৫০%	৪০০.০০	৪০০.০০	--	৫০%
২০১১-১২	১৮০.০০	১৮০.০০	--	২২.৫০%	১৮০.০০	১৮০.০০	--	২২.৫০%
২০১২-১৩	২০.০০	২০.০০	--	২.৫০%	২০.০০	২০.০০	--	২.৫০%
মোট	**৮০০.০০**	**৮০০.০০**	**--**	**১০০%**	**৮০০.০০**	**৮০০.০০**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশেস্নষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। বৈজ্ঞানিক ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি বাবদ ৫১৭.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫১৭.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২৩৩টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে ২৩৩টিই সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। আসবাবপত্রঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র বাবদ ৩০.০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২৯১টি আসবাবপত্রের মধ্যে সবগুলোই সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাসত্মব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ বাবদ ২৪২.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৪২.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১২১৬ বঃমিঃ নির্মাণ কাজের মধ্যে সম্পূর্ণটাই সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। স্টেশনারী মালামালঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টেশনারী মালামাল বাবদ ১.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাসত্মব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। কন্টিনজেন্সী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কন্টিনজেন্সী বাবদ ২.৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
(১) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধা বৃদ্ধিকরণ,	**(১)** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ,	**(২)** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৩) বিভাগের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপনের নিমিত্তে একটি ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ১০০ আসনের একটি সেমিনার কক্ষ নির্মাণ।	(৩) বিভাগের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপনের নিমিত্তে একটি ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ১০০ আসনের একটি সেমিনার কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

১০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u> ''চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধাদি আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাবরেটরী ভবন ও সেমিনার কক্ষ এবং সংগৃহীত আসবাবপত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি হতে উক্ত বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ একাধারে একাডেমিক, অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হচ্ছেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো থেকে দীর্ঘস্থায়ী এবং দৃশ্যমান উপযোগ অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীবৃন্দ রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় যথাযথ ব্যুৎপত্তি অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে। দেশে-বিদেশে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে প্রকল্পটির কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী এবং প্রকল্প থেকে উপযোগ প্রাপ্ত হয়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশিস্নষ্ট থেকে দারিদ্র দূরীকরণে অবদান রাখতে সমর্থ হবে। প্রকল্পটি বাসত্মবায়নকালে পরিবেশ দূষণের মতো কোন অবাঞ্চিত পরিস্থিতি তৈরী হয়নি এবং প্রকল্পের আওতায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা হয়নি।

১৩। <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১। আলোচ্য প্রকল্প চলাকালীন বা সমাপ্তির পর কোন মনিটরিং ও অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি;

১৩.২। প্রকল্পের শেষ অর্থ বছর ২০১১-১২ এর এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করার পরও প্রকল্পের অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বাকী ছিল। তাই অবশিষ্ট অর্থ ও তা ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করতে হয়েছে;

১৩.৩। রসায়ন বিভাগের আওতায় সংগ্রহকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ক্রয় প্রকল্পে ধরা না থাকায় তা ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর কিছুদিন বিভিন্ন গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমস্যা হয়েছে ;

১৩.৪। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে ডিসেম্বর,২০১২- এ কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গেছে ২৮-০২-২০১৪ তারিখে। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ২ মাস পরে পিসিআর পাওয়া গেছে।

১৪। <u>সুপারিশঃ</u>

১৪.১। প্রকল্প চলাকালীন বা সমাপ্তির পর কোন মনিটরিং ও অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। তাই এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/বাজেটে একটি External Audit করা সমীচীন হবে ;

১৪.২। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হতে হবে, যাতে অল্প কিছু টাকার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত না হয়। সময়মত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকেও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়;

১৪.৩। রসায়ন বিভাগের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সময়ই তাৎক্ষণিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল অল্প পরিমানে হলেও প্রকল্প সংস্থানেই ক্রয় করা যৌক্তিক ছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রসায়ন বিভাগের আওতায় সংগ্রহকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়ন হতে ক্রয় করে সংগৃহীত যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৪.৪। ভবিষ্যতে যেকোন প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে সংস্থা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।

"Conservation of Black Bengal Goat as the Potential Genetic Resource in Bangladesh"

শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০।	প্রকল্পের অবস্থান	:	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
২.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৩.০।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪.০।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোটঃ টাকাঃ প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত	মোটঃ টাকাঃ প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭১.০০ ০ ১৭১.০০	--	১৭১.০০ ০ ১৭১.০০	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	--	৩ বছর (৬০%)

৫.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাসস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/পরিমাণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	Project Personnel	জন	২৪.৩৮৭	৮ জন	২৪.৩৮৭ (১০০%)	৮ জন (১০০%)
২.	Equipment	সংখ্যা	১৮.৩৩৫	২৬টি	১৮.৩৩৫ (১০০%)	২৬টি (১০০%)
৩.	Research Travel out and within country	সংখ্যা	২৮.৪০৬	(দেশে ৫০টি বিদেশে ২টি)	২৮.৪০৬ (১০০%)	(দেশে ৫০টি বিদেশে ২টি) (১০০%)
৪.	Contractual Services	থোক	১০.০৩৪	থোক	১০.০৩৪ (১০০%)	(১০০%)
৫.	Supply and materials	থোক	৫৫.৫৬৮	থোক	৫৫.৫৬৮ (১০০%)	(১০০%)
৬.	Indirect cost	থোক	৬.৫৬২	থোক	৬.৫৬২ (১০০%)	(১০০%)
৭.	Allowances and Scholarships	সংখ্যা	১৭.৫৫৮	(পিএইচডি-৩ জন, এমএস-২৬ জন)	১৭.৫৫৮ (১০০%)	(পিএইচডি-৩ জন, এমএস-২৬ জন) (১০০%)
৮.	University service charge	থোক	৯.৮৫০	থোক	৯.৮৫০ (১০০%)	(১০০%)

	মোট=		১৭১.০০	১০০%	১৭১.০০ (১০০%)	(১০০%)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৭১.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। **<u>পটভূমিঃ</u>** বাংলাদেশ কৃষি খাতে একটি উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বাংলাদেশের একমাত্র নিজস্ব ছাগলের জাত যা দেশের মোট ছাগলের ৯০ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এই ছাগল প্রজাতিটি। বাংলাদেশ একটি নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশ যেখানে প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে যাদের বহুলাংশ নিরক্ষর ও ভূমিহীন। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকজন তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ছাগল পালনকে একটি নির্ভরযোগ্য পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। শুধু তাই নয় গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণে সরকার ছাগল পালনকে একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট একটি উন্নত জাতের ছাগল। এর উৎপাদন ক্ষমতা অধিক, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং সাধারণত বছরে দুটি বাচ্চা প্রসব করে যা অত্যন্ত লাভজনক। এ প্রজাতির ছাগল পালনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১। অল্প খরচ এবং অল্প পরিচর্যায় এ জাতের ছাগল পালন সম্ভব;
২। অল্প পুঁজিতে এই ব্যবসা শুরু করা যায়;
৩। ঝুঁকির পরিমাণ কম;
৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলেও এর ক্ষতির সম্ভাবনা কম;
৫। বাসা বাড়ীর মহিলা ও শিশুরা এই ছাগল পালন করতে পারে;
৬। এই ছাগলের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান, মাংস সুস্বাদু এবং বাজারে এর চাহিদা বেশী;এবং
৭। সর্বোপরি ছাগল পালন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার একটি অন্যতম মাধ্যম।

৭.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

০১) ছাগলের হিমায়িত সিমেনের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা মূল্যায়ন;
০২) নির্বাচিত ছাগল ব্যবহার করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কাছে এর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জনপ্রিয় করা;
০৩) সর্বোচ্চ উর্বরতা নিশ্চিত করার জন্য ঋতুকাল সমকালীন করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
০৪) ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের হিমায়িত সিমেন টেকসই (জেনেটিক) উন্নয়ন করে সংরক্ষনের জন্য জেনেটিক্স ধ্রুবকসমূহ মূল্যায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
০৫) গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** ইউএসডিএ আর্থিক সহায়তাপুষ্ট আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ১৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৫ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাসস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ০৩ বছর অর্থাৎ জুন,২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৭.৪। **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হলো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, ভ্রমণ (দেশে-বিদেশে), কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিসেস, সাপলাই এন্ড মেটারিয়েল, এলাউন্স এ্যান্ড স্কলারশীপ, ইউনির্ভারসিটি সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি।

৭.৫। **<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
১।	ড. এম.এ.এম ইয়াহিয়া খন্দকার	০১-০৭-২০০৬	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম ০৬-০৩-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭১.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭১.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৬-২০০৭ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০০৬-২০০৭	৩৪.৪৬	--	৩৪.৪৬	৩৪.৪৬	--	৩৪.৪৬
২০০৭-২০০৮	৩০.০৭৪	--	৩০.০৭৪	৩০.০৭৪	--	৩০.০৭৪
২০০৮-২০০৯	৩৬.১৭৯	--	৩৬.১৭৯	৩৬.১৭৯	--	৩৬.১৭৯
২০০৯-২০১০	২৬.৯০৯	--	২৬.৯০৯	২৬.৯০৯	--	২৬.৯০৯
২০১০-১১	২৯.৬৫৯	--	২৯.৬৫৯	২৯.৬৫৯	--	২৯.৬৫৯
২০১১-১২	৮.১১২	--	৮.১১২	৮.১১২	--	৮.১১২
২০১২-১৩	৫.৬০৭	--	৫.৬০৭	৫.৬০৭	--	৫.৬০৭
মোট	**১৭১.০০**	**--**	**১৭১.০০**	**১৭১.০০**	**--**	**১৭১.০০**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ Project Personnel: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ২৪.৩৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৪.৩৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৮ জন জনবলের বিপরীতে ৮ জনেরই সংস্থান ছিল। অর্থাৎ আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২ **Equipment :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ১৮.৩৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৩৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ২৬টি ইকুইপমেন্টের বিপরীতে ২৬টি ইকুইপমেন্টই সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান প্রধান ইকুইপমেন্টের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

চিত্রঃ প্রধান প্রধান ইকুইপমেন্ট।

৮.২.৩ **Research Travel out and within country:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ২৮.৪০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮.৪০৬ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। এ অংগের আওতায় ২জন বিদেশে (যুক্তরাষ্ট্র) এবং ৫০ জন দেশের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন। অর্থাৎ এখাতে আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪ **Contractual Services:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ১০.০৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.০৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎএখাতে আর্থিক অগ্রগতি এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫ **Supply and materials:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৫৫.৮৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৫.৮৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এখাতে আর্থিক অগ্রগতি এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ল্যাবে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ও কেমিক্যাল-এর চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ প্রধান প্রধান ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ও কেমিক্যাল।

৮.২.৬ **Indirect cost:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৬.৫৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৫৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এখাতে আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭ **Allowances and Scholarships:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ১৭.৫৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৭.৫৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতের আওতায় ৩ জন পিএইচডি এবং ২৬ জন মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ এখাতে আর্থিক অগ্রগতি এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮ **University service charge**: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৯.৮৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৮৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এখাতে আর্থিক অগ্রগতি এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
০২) ছাগলের হিমায়িত সিমেনের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা মূল্যায়ন;	০৩) ছাগলের হিমায়িত সিমেনের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হয়েছে;
০২) নির্বাচিত ছাগল ব্যবহার করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের কাছে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জনপ্রিয় করা;	০২) নির্বাচিত ছাগল ব্যবহার করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের কাছে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়েছে;
০৩) সর্বোচ্চ উর্বরতা নিশ্চিত করার জন্য ঋতুকাল সমকালিন করে ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	০৩) সর্বোচ্চ উর্বরতা নিশ্চিত করার জন্য ঋতুকাল সমকালিন করে ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
০৪) ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের হিমায়িত সিমেন টেকসই উন্নয়ন করে সংরক্ষনের জন্য জেনেটিক্স ধ্রুবকসমূহ মূল্যায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং	০৪) ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের হিমায়িত সিমেন টেকসই কৌলিক (জেনেটিক) উন্নয়ন করে সংরক্ষনের জন্য জেনেটিক্স ধ্রুবকসমূহ মূল্যায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছ; এবং
০৫) গ্রামীণ জনগণনর অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা।	০৫) গ্রামীণ জনগণনর অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের ব্যাপক ভিত্তিক কৃত্রিম প্রজনন Artificial Insemination (AI) করার সূচনা হয়েছে এবং AI এর দ্বারা inbreeding কমানো সম্ভব হয়েছে যা বাংলাদেশের নিজস্ব জাত সংরক্ষণের অন্যতম পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। দেশের কৃষকগণকে সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধ করছে; এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে; এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অনার্স, মাস্টার্স ও Ph.D ছাত্ররা গবেষণা পর্যায়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে; ফলে হিমায়িত সিমেন (Frozen Semen) তৈরি করে ১ম বারের মত তিনটি (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী বিশ্ববিদ্যালয় ও হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাপক ব্লাক বেঙ্গাল ছাগল উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

১২.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১২.১। এ ধরনের প্রকল্প বাংলাদেশে প্রথম সম্পন্ন হয়েছে বিধায় কৃষকগণের মধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন পৌছে দেয়া কষ্টসাধ্য হয়েছে;

১২.২। ভাল মানের ভ্যাকসিন যথাসময়ে পাওয়া না যাওয়ায় সরকারি ডিএলএস (গবেষণাগার) এর সাথে যোগাযোগপূর্বক মহাখালি হতে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের যথাযথ সমন্বয়ের এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দের

অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে;

১২.৩। দেশের আবহওয়া জনিত কারণে বিশেষ করে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে প্রসব করা ছাগলের বাচ্চা তীব্র শীত ও কুয়াশার প্রভাবে নিউমোনিয়া, ডাইরিয়া জনিত রোগে আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত আবাসস্থল (চটের ব্যবস্থা, লাইটের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত ঘাস চাষ, দানাদার জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত আবাসস্থল) তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকল্পে এ ধরণের কোন সুবিধার সংস্থান রাখা হয়নি;এবং

১২.৪। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ বছর ০১ মাস পরে (জুলাই,২০১৪-এ)।

১৩.০। **সুপারিশঃ**

১৩.১। কৃষকগণের মধ্যে এ প্রকল্পে প্রাপ্ত ফলাফল পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় পর্যাপ্ত প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৩.২। নিরাপদ প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভাল মানের ভ্যাকসিন যথাসময়ে পাওয়ার লক্ষ্যে পরবর্তীতে পর্যাপ্ত বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৩। তীব্র শীতের প্রকোপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমিত রাখার নিমিত্ত উপযুক্ত আবাসস্থলের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তীতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

১৩.৪। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৩.৫। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীল কৃষক গড়ে তোলার জন্য ছাগল পালন বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে যা কৃষকদের জীবন বীমা হিসেবে কাজ করবে। কৃষকদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ, চিকিৎসা খরচসহ ছাগলের দুধ, মাংস পুষ্টির যোগান হিসেবে এবং চামড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। সে লক্ষ্যে দেশের চাহিদার দিকটি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত ব্লাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনের বিষয়ে মন্ত্রণালয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৩.৬। প্রকল্পটি External Audit দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৩.৭। ১৩.১ হতে ১৩.৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Formulation of Bio-Pesticides in controlling phomopsis fruit rot, foot/collar rot and shoot and fruit borer of eggplant" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থানঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ইউএসডিএ সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল (মেয়াদ বৃদ্ধি)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (ইউএসডিএ সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (ইউএসডিএ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬১.০০	--	১৬১.০০	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩	--	২ বৎসর (৩৩%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	পরিমাণ/সংখ্যা	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	জনবল	৩ জন	৭.৭৫	৩ জন	১২.০৫	১০০%
০২.	যন্ত্রপাতি	১৭টি	২৭.৩৫	১৭টি	২৬.৮৮	১০০%
০৩.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমন	থোক	১৫.৫০	থোক	৬.৩১	১০০%
০৪.	ভাড়া ও উপযোগ	থোক	২.৩০	থোক	২.১৪	১০০%
০৫.	কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস	থোক	৬.১০	থোক	৭.৪৪	১০০%
০৬.	সাপস্নাই এন্ড ম্যাটেরিয়াল	থোক	৩৭.১০	থোক	৪৬.২৪	১০০%
০৭.	পরোক্ষ ব্যায়	থোক	৪.২৫	থোক	৩.৫১	১০০%
০৮.	এলাউন্স এন্ড স্কলারশীপ	থোক	২১.০০	থোক	১৮.৬৩	১০০%
০৯.	বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস চার্জ	থোক	৭.০৫	থোক	৬.৪৩	১০০%
১০.	বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমন	থোক	৩২.৬০	থোক	৩১.৩৭	১০০%
	মোটঃ		১৬১.০০		১৬১.০০	১০০%

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১৬১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৬১.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয়, যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং অঙ্গভিত্তিক কাজের সম্পূর্ণটিই করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** বেগুন বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। এটি উভয় ঋতুতে (রবি এবং খরিফ) সারাদেশে চাষ করা হয়। বাংলাদেশে মোট ৬২৭৫৩ হেক্টর জমিতে চাষ হয় যার বার্ষিক উৎপাদন ৩৭০,০০০.০০ (BBS 2003)

টন। উৎপাদন ক্ষেত্রে আলুর পরে এর অবস্থান। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সবজি মোট ১২টি রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ফোমোপসিস ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট অন্যতম।

পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে, ফোমোপসিস ব্লাইট এবং ফ্রুট রট বেগুনের জন্য খুবই ক্ষতিকর যার ভয়াবহতা মাটির ধরন, এলাকা এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, এই রোগটি IPM (Integrated Pest Management) এর ব্যবহারের মাধ্যমে (সুস্থ বীজ, গরম পানির মাধ্যমে বীজশোধন এবং এলামুন্ড অথবা রসুনের নির্যাস স্প্রে) সফলভাবে দমন করা যায়। একইভাবে, ফুট/কলার রট কে পটাশ ও ছাই এর মিশ্রনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো ব্যবহার করা সহজ, সস্তা এবং পরিবেশবান্ধব। কৃষকদেরকে এর ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করতে IPM এর উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ আবশ্যক। বাংলাদেশের কৃষকেরা অপরিকল্পিতভাবে কীটনাশক ব্যবহার করেন যা পরিবেশ দূষণ করে। এই অবস্থায়, IPM এর একটি উপাদান বেগুনের রোগবালাই দমনে উপযোগী করা দরকার যা উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, যেমনঃ রোগ প্রতিরোধী জাতের উদ্ভাবন। অথচ এই রোগ প্রতিরোধী জাতের সহজলভ্যতা অপ্রতুল। অপরপক্ষে রোগ প্রতিরোধী জাতের উদ্ভাবন (ব্যাক ক্রস/বায়োটেকনোলজিকাল প্রযুক্তি) সময়সাপেক্ষে এবং ব্যয়বহুল। গবেষণায় প্রকাশিত যে, রসুনের নির্যাস, এলামুন্ড পাতার নির্যাস ট্রাইকোডার্মা spp এর বিপক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী এবং পরিবেশবান্ধব। এগুলোর প্রস্তুতি অবিশুদ্ধ (Crude), অস্থায়ী এবং ব্যবহার সহজলভ্য নয়। সুতরাং বেগুনের রোগবালাই দমনে IPM এর ব্যবহার টেকসই এবং অর্থনৈতিকভাবে কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

(ক) **তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যঃ** কার্যকরী জৈবিক দ্রব্যের উন্নয়নের মাধ্যমে বেগুনের ফোমোপসিস (Phomopsis) ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকার নিয়ন্ত্রনকরণ;

(খ) দীর্ঘ মেয়াদিঃ বেগুনের ফোমোপসিস (Phomopsis) ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা দমনে জৈবিক দ্রব্যকে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) উপাদান হিসেবে গ্রহণ।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ইউএসডিএর অনুদান সহায়তায় মোট ১৬১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন,২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২ দফায় মন্ত্রণালয় হতে ০১ (এক) বছর ও পরিকল্পনা কমিশন হতে ০২ (দুই) বছর অর্থাৎ মোট ০৩ (তিন) বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন,২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.৪। **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভ্রমণ, ভাড়া ও ইউটিলিটিজ, স্কলারশীপ ও ভাতা, সরবরাহ ও মালামাল সংগ্রহ, বৈদেশিক গবেষণা কাজে ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি।

৭.৫। **<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	প্রফেসর ড. মোঃ বাহাদুর মিয়া	০১-০৭-২০০৬	৩০-০৬-২০১৩	পুর্নকালীন

৭.৬। **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>** প্রকল্পটির কার্যক্রম ০২-০৪-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **<u>মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)</u>**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) টিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) SPEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬১.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৬১.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৬-০৭	৫০.১৪	-	৫০.১৪	৩১.১৪%	৫০.১৪	-	৫০.১৪	৩১.১৪%
২০০৭-০৮	২৯.৭৬	-	২৯.৭৬	১৮.৪৮%	২৯.৭৬	-	২৯.৭৬	১৮.৪৮%
২০০৮-০৯	২৭.০৬	-	২৭.০৬	১৬.৮১%	২৭.০৬	-	২৭.০৬	১৬.৮১%
২০০৯-১০	২৫.৮৩	-	২৫.৮৩	১৬.০৪%	২৫.৮৩	-	২৫.৮৩	১৬.০৪%
২০১০-১১	২০.৬০	-	২০.৬০	১২.৮০%	২০.৬০	-	২০.৬০	১২.৮০%
২০১১-১২	৪.৫৮	-	৪.৫৮	২.৮৪%	৪.৫৮	-	৪.৫৮	২.৮৪%
২০১২-১৩	৩.০৩	-	৩.০৩	১.৮৮%	৩.০৩	-	৩.০৩	১.৮৮%
মোট	**১৬১.০০**	**-**	**১৬১.০০**	**১০০%**	**১৬১.০০**	-	**১৬১.০০**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। জনবলঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ৩ জন জনবল বাবদ ৭.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৩ জন জনবলের বিপরীতে ৩ জনই নিয়োজিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ খাতে সমপরিমাণ জনবল ব্যবহার করে টিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে ৪.৭৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ১৫৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। এ অতিরিক্ত অর্থ আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে মিটানো হয়েছে।

৮.২.২। যন্ত্রপাতিঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে যন্ত্রপাতি বাবদ ২৭.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১৭টি যন্ত্রপাতির মধ্যে ১৭টিই সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। অভ্যন্তরীণ ভ্রমণঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ১৫.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। ভাড়া ও উপযোগঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভাড়া ও উপযোগ খাতে ২.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিসঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৬.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে ১.৩৪ লক্ষ টাকা অগ্রগতি বেশী ব্যয় হয়েছে, অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১২২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। যা আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে মিটানো হয়েছে।

৮.২.৬। সাপ্লাই এন্ড ম্যাটেরিয়ালঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সাপ্লাই এন্ড ম্যাটেরিয়াল খাতে ৩৭.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৬.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে ৯.১৪ লক্ষ টাকা অগ্রগতি বেশী হয়েছে, অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১২৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭। পরোক্ষ ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ব্যয় বাবদ ৪.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮। এলাউন্স এন্ড স্কলারশীপঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এলাউন্স এন্ড স্কলারশীপ বাবদ ২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস চার্জঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ৭.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০। বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমনঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ৩২.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩১.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) **তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যঃ** কার্যকরী জৈবিক দ্রব্যের উন্নয়নের মাধ্যমে বেগুনের ফোমোপসিস (Phomopsis) ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকার নিয়ন্ত্রণ করণ।	(ক) **তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যঃ** কার্যকরী জৈবিক দ্রব্যের উন্নয়নের মাধ্যমে বেগুনের ফোমোপসিস (Phomopsis) ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকার নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
(খ) দীর্ঘ মেয়াদিঃ বেগুনের ফোমোপসিস (Phomopsis) ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকার দমনে জৈবিক দ্রব্যকে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) উপাদান হিসেবে গ্রহণ।	**(খ) দীর্ঘ মেয়াদিঃ** বেগুনের ফোমোপসিস (Phomopsis) ফ্রুট রট, কলার রট/ফুট রট এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকার দমনে জৈবিক দ্রব্যকে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) **কার্যকরী** উপাদান (রসুনের রস ও এলামুন্ডা গাছের নির্যাস) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u>

বিভিন্ন রোগ ও পোকা বেগুনের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফল পচা রোগ, গোড়া পচা রোগ এবং ডাল ও ফল ছিদ্রকারী পোকার উপদ্রব থেকে বেগুন চাষ রক্ষার জন্য পরিবেশ-বান্ধব বালাই নাশক উদ্ভাবন করা হয়েছে। রসুন থেকে বালাইনাশক তরল নির্যাস ও ট্যাবলেট; Allamanda থেকে বালাইনাশক তরল নির্যাস ও ট্যাবলেট; Trichoderma ভিত্তিক বায়ো বালাইনাশক উদ্ভাবন এবং প্রস্তুতকৃত বালাইনাশকের রাসায়নিক ভিত্তি পরীক্ষা করে তার ফলাফল বেগুন চাষী ও মাঠ সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

১২.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১২.১। বায়োপেস্টিসাইড কেবলমাত্র বেগুনের গোড়া পচনের বিরুদ্ধে কাজ করে। কিন্তু শুট এবং ফ্রুট ছিদ্রকারী পোকার বিপক্ষে কাজ করে না;

১২.২। বায়োপেস্টিসাইডের Life Time ছয় মাসের বেশী উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি । Life Time কম হবার কারণে ইহা একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। ফলে কৃষকরা এ ঔষধ গ্রহণে/ব্যবহারে তেমন আগ্রহী নন।

১২.৩। অর্থ ছাড় করতে বিলম্ব হবার কারণে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে;

১৩.০। <u>সুপারিশঃ</u>

১৩.১। শুট এবং ফ্রুট ছিদ্রকারী পোকার বিপক্ষে কাজ করে এমন ঔষধ উদ্ভাবনের নিমত্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩.২। বায়োপেস্টিসাইডের Life Time ছয় মাসের বেশী উদ্ভাবন করা সম্ভব হলে এটি আরও Cost Effective হবে। ফলে এর মূল্য কৃষকদের নিকট সহনীয় হবে। এর প্রেক্ষিতে এ ঔষধটির ব্যবহার আরও বিস্তার লাভ করবে। তাই বায়োপেস্টিসাইড-এর Life Time বৃদ্ধির বিষয়ে সংস্থা/মন্ত্রণালয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১৩.৩। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন অর্থ ছাড়ে বিলম্ব রোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আরও তৎপর ভূমিকা পালন করবে।

"Studies on Degradation of Upland Watershed in Bangladesh" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চভূমি এবং চট্টগ্রাম শহর ও এর পাশ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ইউএসডিএ অনুদান)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল (মেয়াদ বৃদ্ধি)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (ইউএসডিএ অনুদান)	সর্বশেষ সংশোধিত (ইউএসডিএ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৫.২০	১৬৫.২০	১৬০.০০	অক্টোবর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	অক্টোবর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	অক্টোবর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	--	৪ বছর (১৩৩.৩৩%)

৫.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	পরিমাণ/ সংখ্যা	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	জনবল	২জন	৩৫.৪৬	২ জন	৩৫.৪৬	১০০%
০২.	মূলধন ব্যয়	থোক	৩৭.৪৫	থোক	৩৭.৪৫	১০০%
০৩.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৮.৩২	থোক	১৮.৩২	১০০%
০৪.	পরিবহণ ব্যয়	থোক	১.০০	থোক	০.০০	০%
০৫.	ভাড়া	থোক	১.০০	--	০.০০	০%
০৬.	কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিস	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০	১০০%
০৭.	সাপ্লাইস এন্ড মেটারিয়ালস	থোক	৯.৫৬	থোক	৯.১৪	৯৬%
০৮.	পরোক্ষ ব্যয়	থোক	৩৫.৮৫	থোক	৩৫.৮৫	১০০%
০৯.	বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচ	থোক	৯.১০	থোক	৮.৮০	৯৭%
১০.	প্রদর্শনী প্লট	থোক	৬.৪৬	থোক	৩.৯৮	৬২%
	মোটঃ		১৬৫.২০		১৬০.০০	

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১৬৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৬৫.২০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয়, যার মধ্যে ১৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭% এবং অঙ্গভিত্তিক কাজের সম্পূণটিই সম্পন্ন করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতিও ১০০%। অব্যয়িত ৫.২০ লক্ষ টাকা গত ২০-০৪-২০১৫ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৬.০। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ

প্রায় ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ওয়াটারশেড নিকটতম অতীতে অর্থাৎ ১৯৬০ সনের পূর্বেও ঘন সবুজ বন ও পশুপাখীতে ভরপুর ছিল। কিন্তু, বিগত এই অল্প সময়ের ব্যবধানে মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর নানা কারণে বিশেষ করে বন উজাড়ীকারণ, জুম চাষ, বনায়নকালীন ও বনায়নের পরে বনভূমি পেড়ানোর কারণে সবুজ শ্যামল পাহাড়ী এলাকাটি ক্রমান্বয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এসকল মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর কার্যক্রম ও এর প্রতিক্রিয়া নিরূপনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রাকৃতিক জীব ও বৈচিত্র্য রক্ষা করে বনায়নকৃত ওয়াটার শেডের অবস্থান পর্যালোচনার নিমিত্তে ইউএসডিএর আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনায় প্রকল্প হতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে কতিপয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটর সংগ্রহ এবং বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থাকরণ;
- বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উচ্চভূমি সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটারশেড এর উপর মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর কার্যক্রম (বৃক্ষ কর্তন, জুম চাষ, বনায়ন প্রাক্কালে ও বনায়নের পরে বনভূমি পোড়ানো) এর প্রতিক্রিয়া নিরূপণের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে বনায়নকৃত ওয়াটার শেডের অবস্থান পর্যালোচনা;এবং
- চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর ভিতর ও চারিদিকে পাহাড় কাটার প্রকটতা এবং ওয়াটারশেডের উপর ইহার প্রভাব নিরূপণ ।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ইউএসডিএর অনুদান সহায়তায় মোট ১৬৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছেঃ জনবল, ভ্রমন ব্যয়, মুলধন ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, ভাড়া, কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিস, সাপ্লাইস এন্ড মেটারিয়ালস, পরোক্ষ ব্যয়, নমুনা সংগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচ, বিবিধ ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	ড. এসএম সিরাজুল হক অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১০-০৯-২০০৬	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম ১০-০৬-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) টিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) SPEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫.২০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৬০.০০ লক্ষ টাকা (৯৭.৩৩%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৬-০৭	২৬.৬৪	-	২৬.৬৪	১৬.১২%	২৬.৬৪	-	২৬.৬৪	১৬.১২%
২০০৭-০৮	২৬.১৪	-	২৬.১৪	১৫.৮২%	২৬.১৪	-	২৬.১৪	১৫.৮২%
২০০৮-০৯	১৭.৪৩	-	১৭.৪৩	১০.৫৫%	১৭.৪৩	-	১৭.৪৩	১০.৫৫%
২০০৯-১০	১৫.০০	-	১৫.০০	৯.০৮%	১৫.০০	-	১৫.০০	৯.০৮%
২০১০-১১	১৭.৭৬	-	১৭.৭৬	১০.৭৫%	১৭.৭৬	-	১৭.৭৬	১০.৭৫%
২০১১-১২	২০.২৩	-	২০.২৩	১২.২৫%	১৫.০৪	-	১৫.০৪	৯.১০%
২০১২-১৩	৪২.০০	-	৪২.০০	২৫.৪৩%	৪১.৯৯	-	৪১.৯৯	২৫.৪২%
মোট	**১৬৫.২০**	**-**	**১৬৫.২০**	**১০০%**	**১৬০.০০**	**-**	**১৬০.০০**	**৯৯.৭৩%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। জনবলঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ২ জন জনবল বাবদ ৩৫.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২ জন জনবলের বিপরীতে ২ জনই নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। মূলধন ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে মুলধন ব্যয় বাবদ ৩৭.৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৭.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। ভ্রমণ ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ভ্রমন ব্যয় বাবদ ১৮.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। পরিবহন ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পরিবহন ব্যয় বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল তবে এ অংগের আওতায় কোন খরচ হয়নি।

৮.২.৫। কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিসঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিস (Growth chamber & growth room maintenance বাবদ ব্যয়) বাবদ ১১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। সাপ্লাইস এন্ড মেটেরিয়ালসঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সাপ্লাইস এন্ড মেটারিয়ালস বাবদ ৯.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট ও উপাদান।

ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পরোক্ষ ব্যয় (সেমিনার, ট্রেনিং ও ওয়ার্কসপ বাবদ ব্যয়) বাবদ ৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচ (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও বিল্ডিং ইত্যাদি ব্যবহার বাবদ ব্যয়) বাবদ ৯.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। প্রদর্শনী প্লটঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে নমুনা সংগ্রহ বাবদ ৬.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩.৯৮লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৬২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বাংলাদেশের ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনায় প্রকল্প হতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ;	ক) বাংলাদেশের ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনায় প্রকল্প হতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে;
খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে কতিপয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটর সংগ্রহ এবং বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থাকরণ;	খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে কতিপয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটর সংগ্রহ এবং বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
গ) বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উচ্চভূমি সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটারশেড এর উপর মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর কার্যক্রম (বৃক্ষ কর্তন, জুম চাষ, বনায়ন প্রাক্কালে ও বনায়নের পরে বনভূমি পোড়ানো) এর প্রতিক্রিয়া নিরূপণের পদক্ষেপ গ্রহণ;	গ) বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উচ্চভূমি সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটারশেড এর উপর মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর কার্যক্রম (বৃক্ষ কর্তন, জুম চাষ, বনায়ন প্রাক্কালে ও বনায়নের পরে বনভূমি পোড়ানো) এর প্রতিক্রিয়া নিরূপণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
ঘ) বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র রক্ষা করে বনায়নকৃত ওয়াটার শেডের অবস্থান পর্যালোচনা;এবং	ঘ) বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র রক্ষা করে বনায়নকৃত ওয়াটার শেডের অবস্থান পর্যালোচনা শুরু হয়েছে;এবং
ঙ) চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর ভিতর ও চারিদিকে পাহাড় কাটার প্রকটতা এবং ওয়াটারশেডের উপর ইহার প্রভাব নিরূপণ।	ঙ) চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর ভিতর ও চারিদিকে পাহাড় কাটার প্রকটতা এবং ওয়াটারশেডের উপর ইহার প্রভাব নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১১.০। অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ গত ৩০-০৭-২০০৮, ১৫-০৭-২০০৯, ২৫-০৭-২০১২ ও ১৮-০৭-২০১৩ তারিখে প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে। অডিট কার্যক্রমে ৪টি (1. ইকুইপমেন্ট ক্রয়ে প্রেস টেন্ডার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়নি, 2.বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে, 3.অর্থ উত্তলনের পর যথাসময়ে খরচ না করা এবং 4.প্রকল্পের অর্থ ব্যয় না করে হাতে রাখা) আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার ওয়াটারশেডের ওপর মানবসৃষ্ট কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয় এবং প্রাকৃতিক ওয়াটারশেড রক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত ওয়াটারশেডের ওপর মানবসৃষ্ট কার্যক্রমোর নেতিবাচক প্রভাব নিরূপন করে ৪টি গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ ফলাফলসমূহ ভবিষ্যতে অধিকতর গবেষণার কাজে ব্যবহার করে দেশের ওয়াটারশেড ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১৩.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১। আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয় হতে কিছুটা বিলম্বের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়েছে;

১৩.২। একটি গবেষণাধর্মী নতুন ধারণা সম্বলিত প্রকল্প হওয়ায় এর কাজ সম্পন্ন করা শ্রম সাধ্য ছিল এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত জনবল ধরা ছিলনা;

১৩.৩। গত ৩০-০৭-২০০৮, ১৫-০৭-২০০৯, ২৫-০৭-২০১২ ও ১৮-০৭-২০১৩ তারিখে প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে। অডিট কার্যক্রমে ৪টি (১. ইকুইপমেন্ট ক্রয়ে প্রেস টেন্ডার প্রক্রিয়া যথাযথ হয়নি, ২.বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে, ৩. অর্থ উত্তলনের পর যথাসময়ে খরচ না করা এবং ৪. প্রকল্পের অর্থ ব্যয় না করে হাতে রাখা) আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অডিট রিপোট আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি;

১৩.৪। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ বছর ১১ মাস পরে (জুন,২০১৫-এ), যা কাম্য নয়।

১৪.০। <u>সুপারিশঃ</u>

১৪.১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয় হতে অনাকাংখিত বিলম্ব পরিহারে ভবিষ্যতে আরো উদ্যোগী হতে হবে;

১৪.২। ভবিষ্যতে এ ধরণের গবেষণাধর্মী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতি যথাযথভাবে নিরীক্ষণপূর্বক পর্যাপ্ত দক্ষ জনবলের সংস্থান রেখে প্রকল্প অনুমোদন করতে হবে। এছাড়া বন বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পসমূহ Scrutinize করে সমন্বিত উদ্যোগ এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রকল্প নেয়া যেতে পারে;

১৪.৩। প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ থাকলেও তা আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি, যা জরুরী ভিত্তিতে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৪.৪। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৪.৫। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা সম্বলিত প্রকল্প বিধায় এর বাস্তবায়ন লব্ধ জ্ঞান পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ জনবলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করতে হবে;

১৪.৬। ১৪.১ হতে ১৪.৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে।

"In Vitro Regeneration of Orchids for Commercial Production and Conservation of Endangered Species" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(ডিসেম্বর,২০১২)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ফসল উদ্ভিদ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১১.৩৩	--	১০০.২০	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	--	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	--	--

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	অফিসারদের বেতন	১ জন	৪.৬০	৪.১৩	৩.৬০	৩.২৩
০২.	স্টাফদের বেতন	৩ জন	৬.০০	৫.৩৯	৪.৬৮	৪.২০
০৩.	সম্মানী ও অন্যান্য	২ জন	৩.০০	২.৬৯	১.৯৩	১.৭৩
০৪.	কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস	থোক	৩.১০	২.৭৮	২.৩৯	২.১৫
০৫.	সাপস্নাইস এন্ড মেটেরিয়াল	থোক	১০.০০	৮.৯৮	৭.৫৫	৬.৭৮
০৬.	ভ্রমন খরচ (ক) বিদেশ (খ) দেশে	থোক	১২.০০	১০.৭৮	১০.০০	৮.৯৮
০৭.	কন্টিনজেন্সি	থোক	২.১৩	১.৯১	১.৭৭	১.৫৯
০৮.	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	২৫ টি	৬৫.০০	৫৮.৩৮	৬৫.০০	৫৮.৩৮
০৯.	স্পেয়ারপার্টস, ডিজিটাল ক্যামেরা, র‌্যাক, কেবিনেট ইত্যাদি	থোক	১.১০	০.৯৯	১.০০	০.৯০
১০.	বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক চার্জ	থোক	৪.৪০	৩.৯৫	২.২৮	২.০৫
	মোটঃ	--	**১১১.৩৩**	১০০%	১০০.২০	**৯০%**

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী **১১১.৩৩** লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১০০.২০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার পুরোটাই ব্যয়িত হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি অবমুক্তির ১০০% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ</u> ঃ

৭.১। **<u>পটভূমি</u> ঃ বানিজ্যিক উৎপাদন এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণে অর্কিডের ইন ভিট্রো পুনরুৎপাদন ঃ**

অর্কিড মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যে অপরূপ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বানিজ্যিক উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী অর্কিডের চাহিদা সুবিদিত। এদের নানা বর্ণ বৈচিত্র্যের দীর্ঘস্থায়ী কাট ফ্লাওয়ার বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে সৌন্দর্য মানুষের চাহিদা পূরণ করছে যেখানে যুক্ত হয়েছে শত শত কোটি ডলারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল আদান প্রদান। বিশ্বে প্রাকৃতিক ভ্যানিলার একমাত্র উৎস হল একটি প্রজাতির অর্কিড উদ্ভিদ। একে ভ্যানিলা প্রজাতি বলে ডাকা হয় এবং ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। চীন, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ঔষধ শিল্পে, পানীয় শিল্পে, সুগন্ধি শিল্পে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, ফ্লেভারিং সালেপ হিসেবে, এবং আর্ট ও ক্রাফ্ট শিল্পে অর্কিডের দাপুটে ব্যবহার প্রায় সকলেরই জানা। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে কিছুদিন পূর্বেও অর্কিডেসি পরিবার প্রায় সকলের কাছেই অপরিচিত ছিল। এর প্রধান কারণ অর্কিড প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করতে পারেনা বললেই চলে। অধিকাংশ অর্কিডই স্ব-বন্ধ্যা। যা-হোক, বিগত চল্লিশ বৎসরে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্কিডের বংশ বিস্তার, উৎপাদন, ও উন্নয়নে বৈপস্নবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে-উন্নত দেশগুলোতে।

বাংলাদেশে উদ্ভিদ ডাইভারসিটির যথেষ্ট তথ্য নেই। এ দেশের চট্রগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে, দেশের পূর্বাঞ্চলে, মধুপুরের বনাঞ্চলে অনেক অর্কিড প্রজাতি রয়েছে বলে মনে করা হয়। ট্রাইবাল জনগন অনেক অনুষ্ঠানে এবং হার্বাল মেডিসিনে অর্কিড ব্যবহার করে থাকে। এসব সত্ত্বেও দেশে অর্কিড উৎপাদন বানিজ্যিকভাবে হয়ে ওঠেনি। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক গুরম্নত্ব, চাষের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্যাদি না থাকাতে এদেশে এখন অর্কিড জনপ্রিয় হয়েও দুস্প্রাপ্যই রয়ে গেছে। ফলে অনেক প্রজাতি হারিয়ে গেছে নীরবেই। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বাসস্থানের অভাবে ইতিমধ্যেই ১২ প্রজাতির অর্কিড বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অনেক অর্কিড প্রজাতি বিশ্বে পুস্প শিল্পে ও বিশ্ব বানিজ্যে গুরম্নত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। এদের মধ্যে Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya, Vanda ইত্যাদি উল্লেখ করার মত। এরা দীর্ঘস্থায়ী, আকর্ষণীয়, ঐতিহ্যমন্ডিত এবং উন্নত দেশে উচ্চমূল্যমান যুক্ত চাহিদাসম্পন্ন। এজন্য চাষীরা উত্তরোত্তর অর্কিড উৎপাদনে মনোযোগী হচ্ছেন। যেহেতু অর্কিড বীজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়না এবং বীজ দ্বারা উৎপাদিত চারায় ফুল উৎপাদন বিলম্বিত হয় ও উৎপাদিত ফুলে বিভিন্নতা দেখা দেয়, সেজন্য এসব সমস্যা সমাধানে টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে বানিজ্যিক ভিত্তিতে ক্লোনাল প্রপাগেশন করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হাইব্রিড/সাইব্রিড উৎপাদনেও টিস্যু কালচার টেকনিক ব্যবহৃত হচ্ছে - যা উৎপাদনের পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় জাত সংরক্ষণে সহায়তা করছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানিরা অর্কিডের মাইক্রোপ্রোপাগেশনের অনেকগুলি টেকনিক প্রকাশ করেছেন। কেউ মেরিস্টেম থেকে, কেউ পাতা, মূল কান্ড থেকে আবার কেউ পুস্প দন্ড কালচার করে ইন-ভিট্রো ক্লোনাল প্রপাগেশন করছেন। এ পদ্ধতিতে এক্সপস্নান্ট থেকে পি.এল.বি উৎপাদন করে অর্কিডের চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে উৎপাদন কাল কিছুটা বেশী দরকার হচ্ছে এবং উৎপাদিত চারায় বিভিন্নতা বেশি হচ্ছে। এ অবস্থায় সারা বৎসর বানিজ্যিক ভিত্তিতে অর্কিডের চারা উৎপাদনে ক্যালাস-ডিরাইভড্-পি.এল.বি উৎপাদনের মাধ্যমে সফলভাবে অর্কিড উৎপাদন করা সম্ভব। ক্যালাস থেকে পস্ন্যান্টলেট উৎপাদন প্রযুক্তিটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেমনঃ ইলেকট্রোফরেসিস, ডিএনএ রিকম্বিনেশন এবং জীন ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সোমাটিক হাইব্রিড তৈরীর সুযোগ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অর্কিড উৎপাদনে আধুনিক এই পদ্ধতি কার্যকরী কি না তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। এতে দেশী লক্ষ কোটি টাকার অর্কিড চারা ও ফুল আমদানীর প্রয়োজন হবে না, উপরন্তু দেশীয় চাহিদা পূরণ করেও এক সময় অর্কিড বিশ্বের উন্নত দেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে বলে জানা যায়। এসব উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

৭.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u> ঃ প্রকল্পের (ক) স্বল্প মেয়াদি ও (খ) দীর্ঘ মেয়াদি, মোট ২ ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপঃ**

(ক) স্বল্প মেয়াদি উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(১) বানিজ্যিকীকরণের জন্য ইম্ব্রায়োজনেসিসের মাধ্যমে অর্কিড এর দ্রম্নত ও কার্যকরী উদ্ভিদ (চারা) পুনরুৎপাদনের প্রটোকল প্রতিষ্ঠিতকরণ;

(২) অর্কিড এর মূল কান্ড, পাতা বা অন্যান্য অংশসমূহ থেকে মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রতিষ্ঠাকরণ;

(৩) সোমাটিক হাইব্রিডাইজেসন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ সহায়তায় নতুন লাইন সৃষ্টির নিমিত্তে অর্কিডের কেলাস থেকে প্রোটোপস্নাষ্টের আইসোলেশন ও ফিউশনের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
(৪) বানিজ্যিক উৎপাদনে লাভজনক অর্কিডের জন্য দ্রম্নত বর্ধনকারী এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী মিডিয়া উদ্ভাবন;
(৫) বাজারজাতকরণের জন্য টিস্যু কালচারে উৎপাদিত অর্কিড চারা সমূহের একলিমাটাইজেশনের উপযুক্ত পরিবেশ নির্ধারনের জন্য অনুসন্ধান করা;
(৬) স্বল্প মূল্যে অর্কিড উৎপাদনের এবাং তৎসংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন করা।

(খ) দীর্ঘ মেয়াদি উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(১) স্থানীয় এবং বহিরাগত অর্কিড প্রজাতিসমূহ উদ্ভিদ জেনেটিক রিসোর্স (PGR) হিসেবে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করণ;
(২) প্রাকৃতিক পুনঃউৎপাদনের (Propagation) জন্য কার্যকরী ও উন্নততর ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল নির্ধারণ করণ;
(৩) প্রচলিত ব্রিডিং এবং বায়োটেকনোলজিক্যাল ব্রিডিং পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্কিডের নতুন জাত উদ্ভাবন;
(৪) উপ-জাতি ও স্বল্প আয় এর নারী পুরম্নষদের অর্কিড উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে ট্রেনিং ও সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা;
(৫) সহজে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও উক্ত প্রযুক্তি বিস্তারের ব্যবস্থা করা;
(৬) অর্কিডের বানিজ্যিক উৎপাদন ও বিস্তারের জন্য উৎপাদনকারী নার্সারীয়ানদের ট্রেনিং প্রদান।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় ঃ** শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১২-০৭-২০০৯ তারিখে ১১১.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

১) বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির অর্কিড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
২) হাইব্রিড প্রজাতির অর্কিড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
৩) মাইক্রো প্রোপাগেশন প্রটোকল উদ্ভাবন;
৪) ইন ভিট্রো সীড জার্মিনেশন;
৫) অর্কিডের চারার ইন ভিট্রো বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ;
৬) চারার এক্লিমেটাইজেন; মাঠ পর্যায়ে চারার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ; এবং
৭) অর্কিড ফুলের ভেজ লাইফ পর্যবেক্ষণ।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	প্রফেসর ড. মোঃ ওবায়েদুল ইসলাম ফসল উদ্ভিদ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ।	০১-০৭-২০০৯	৩১-১২-২০১২	পুর্নকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন ঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ২২-০২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ফসল উদ্ভিদ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহের) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) টিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) DSPEC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১১১.৩৩ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১০০.২০ লক্ষ টাকা (৯০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জেডিসিএফ)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৯-১০	৭৮.৪৫	--	৭৮.৪৫	৭০.৪৭%	৬৫.৩৪	--	৬৫.৩৪	৫৮.৬৯%
২০১০-১১	১৪.৪৫	--	১৪.৪৫	১২.৯৮%	২০.২৬	--	২০.২৬	১৮.২০%
২০১১-১২	৯.৭০	--	৯.৭০	৮.৭১%	১৪.৬০	--	১৪.৬০	১৩.১১%
২০১২-১৩	৮.৭৩	--	৮.৭৩	৭.৮৪%	--	--	--	--
মোট	**১১১.৩৩**	**৮০০.০০**	**১১১.৩৩**	**১০০%**	**১০০.২০**	--	**১০০.২০**	**৯০.০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণ** ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। অফিসারদের বেতন ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ১ জন অফিসারের বেতন বাবদ ৪.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.২৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৮% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। স্টাফদের বেতন ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ৩ জন স্টাফ-এর বেতন বাবদ ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৭% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। সম্মানী ও অন্যান্য ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ২ জনের সম্মানী ও অন্যান্য বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে এ খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১.৯৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৬৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৪% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস বাবদ ৩.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৬% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। সাপ্লাইস এন্ড মেটেরিয়াল ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সাপস্লাইস এন্ড মেটেরিয়াল বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। ভ্রমন খরচ বিদেশ/দেশ ঃ টপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ভ্রমন খরচ বিদেশ ও দেশ বাবদ ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৩% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭। **কন্টিনজেন্সি ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কন্টিনজেন্সি বাবদ ২.১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৩% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮। **ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি বাবদ ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। **স্পেয়ারপার্টস, ডিজিটাল ক্যামেরা, র‌্যাক, কেবিনেট ইত্যাদি ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে স্পেয়ারপার্টস, ডিজিটাল ক্যামেরা, রেক, কেবিনেট ইত্যাদি বাবদ ১.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

৮.২.১০। **বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক চার্জ ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক চার্জ বাবদ ৪.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৫২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২.০৫% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ ।প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) স্বল্প মেয়াদি উদ্দেশ্য সমূহ ঃ	(ক) স্বল্প মেয়াদি উদ্দেশ্য সমূহ ঃ
(১) বানিজ্যিকীকরণের জন্য ইম্ব্রায়োজনেসিসের মাধ্যমে অর্কিড এর দ্রুন্নত ও কার্যকরী উদ্ভিদ (চারা) পুনঃরন্নৎপাদনের প্রটোকল প্রতিষ্ঠিতকরণ;	(১) বানিজ্যিকীকরণের জন্য ইম্ব্রায়োজনেসিসের মাধ্যমে অর্কিড এর দ্রুন্নত ও কার্যকরী উদ্ভিদ (চারা) পুনঃরন্নৎপাদনের প্রটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
(২) অর্কিড এর মুল কান্ড, পাতা বা অন্যান্য অংশসমূহ থেকে মাইক্রোপোপাগেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রতিষ্ঠাকরণ;	(২) অর্কিড এর মূল কান্ড, পাতা বা অন্যান্য অংশ সমূহ থেকে মাইক্রোপোপাগেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
(৩) সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ সহায়তার মাধ্যমে নতুন লাইন সৃষ্টির নিমিত্ত অর্কিডের কেলাস থেকে প্রোটোপস্নাষ্টের আইসোলেশন ও ফিউশনের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;	(৩) সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ সহায়তার মাধ্যমে নতুন লাইন সৃষ্টির নিমিত্ত অর্কিডের কেলাস থেকে প্রোটোপস্নাষ্টের আইসোলেশন ও ফিউশনের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
(৪) বানিজ্যিক উৎপাদনে লাভজনক অর্কিডের জন্য দ্রুন্নত বর্ধনকারী এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী মিডিয়া উদ্ভাবন;	(৪) বানিজ্যিক উৎপাদনে লাভজনক অর্কিডের জন্য দ্রুন্নত বর্ধনকারী এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী মিডিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে;
(৫) বাজারজাতকরণের জন্য টিস্যু কালচারে উৎপাদিত অর্কিড চারাসমূহের একলিমেটাইজেশনের উপযুক্ত পরিবেশ নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান করা;	(৫) বাজারজাতকরণের জন্য টিস্যু কালচারে উৎপাদিত অর্কিড চারাসমূহের একলিমেটাইজেশনের উপযুক্ত পরিবেশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
(৬) স্বল্প মূল্যে অর্কিড উৎপাদনের এবাং তৎসংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন করা।	(৬) স্বল্প মূল্যে অর্কিড উৎপাদনের এবং তৎসংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন করা হয়েছে।

(খ) দীর্ঘ মেয়াদি উদ্দেশ্য সমূহ ঃ (১) স্থানীয় এবং বহিরাগত অর্কিড প্রজাতিসমূহ উদ্ভিদ জেনিটিক রিসোর্স (PGR) হিসেবে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; (২) প্রাকৃতিক পুনঃউৎপাদনের (Propagation) জন্য কার্যকরী ও উন্নততর ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল নির্ধারণকরণ; (৩) প্রচলিত ব্রিডিং এবং বায়োটেকনোলজিকেল ব্রিডিং পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্কিডের নতুন জাত উদ্ভবন; (৪) উপ-জাতি ও স্বল্প আয় এর নারী পুরম্নষদের অর্কিড উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে ট্রেনিং ও সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা; (৫) সহজে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও উক্ত প্রযুক্তি বিস্তারের ব্যবস্থা করা; (৬) অর্কিডের বানিজ্যিক উৎপাদন ও বিস্তারের জন্য উৎপাদনকারী নার্সারীয়ানদের ট্রেনিং প্রদান।	**(খ) দীর্ঘ মেয়াদি উদ্দেশ্য সমূহ ঃ** (১) স্থানীয় এবং বহিরাগত আর্কিড প্রজাতিসমূহ উদ্ভিদ জেনিটিক রিসোর্স (PGR) হিসেবে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে; (২) প্রাকৃতিক পুনঃউৎপাদনের (Propagation) জন্য কার্যকরী ও উন্নততর ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল নির্ধারণ করা হয়েছে; (৩) প্রচলিত ব্রিডিং এবং বায়োটেকনোলজিকেল ব্রিডিং পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্কিডের নতুন জাত উদ্ভবন করা হয়েছে; (৪) উপ-জাতি ও স্বল্প আয় এর নারী পুরম্নষদের অর্কিড উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে ট্রেনিং ও সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; (৫) সহজে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও উক্ত প্রযুক্তি বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে; (৬) অর্কিডের বানিজ্যিক উৎপাদন ও বিস্তারের জন্য উৎপাদনকারী নার্সারীয়ানদের ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

১০.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাব</u> ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় এবং বহিরাগত অর্কিড প্রজাতিসমূহ উদ্ভিদ জেনেটিক রিসোর্স (PGR) হিসেবে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে প্রচলিত ব্রিডিং এবং বায়োটেকনোলজিকেল ব্রিডিং পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্কিডের নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া, উপ-জাতি ও স্বল্প আয়ের নারী পুরম্নষদের অর্কিড উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে ট্রেনিং ও সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থাসহ সহজে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও উক্ত প্রযুক্তি বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে অর্কিডের বানিজ্যিক উৎপাদন ও বিস্তারের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা নেয়া হয়েছেঃ

ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে অর্কিডের বংশবিস্তারের জন্য প্রটোকল (কার্যকরী হরমোনের মাত্রা নির্ধারণ, মিডিয়া নির্ধারণ, সাপিস্নমেন্ট নির্ধারণ, কালচার পিরিয়ড নির্ধারণ ইত্যাদি) উদ্ভাবন করা হয়েছে।

খ) টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারার পূনর্জন্মায়ন, অভিযোজন ও মাঠপর্যায়ে চাষের পদ্ধতি নির্ধারন করা হয়েছে।

গ) প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'দিপ্ত অর্কিড লিঃ' এ তাদের নিজ খরচে টিস্যু কালচার ল্যাবঃ প্রতিষ্ঠা ও বানিজ্যিক ভাবে চারা উৎপাদন কার্যকরী করা হয়েছে।

অর্কিড উৎপাদনকারী/নার্সারীয়ানদেরকে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়েছেঃ

ক) 'দিপ্ত অর্কিড লিঃ' এর ৩ জন টেকনেশিয়ান কে অর্কিডের টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বংশবিস্তার, চারা সিলেকশন, পূনঃউৎপাদন, অভিযোজন ও মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর এর উপর যথাক্রমে ৬ মাস, ৩ মাস ও ২ মাস হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। যারা বর্তমানে বানিজ্যিকভাবে অর্কিড উৎপাদন করছে;

খ) ৩ জন Ph.D অধ্যয়নরত ছাত্রকে (১ জনকে প্রকল্প হতে রেমুনারেশনসহ অন্য ২ জনকে শুধু প্রশিক্ষণ) ৩ বছর ও ৫ জন MS অধ্যয়নরত ছাত্রকে ২ বছর করে অর্কিডের উপর গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

গ) এছাড়া ২ জন চাষীকে অর্কিডের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার উপর ১ বছরের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১২.০। সমস্যা ঃ

১২.১। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে বৈদ্যুতিক সমস্যা প্রকট (২০০৯ সালে) থাকায় রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;

১২.২। দক্ষ পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;

১২.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সহায়তা না থাকায় অর্কিড উৎপাদনে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

১৩.০। সুপারিশ ঃ

১৩.১। এ ধরনের প্রকল্প ভবিষ্যতে নেয়া হলে নিজস্ব সাব-স্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৩.২। পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্প নেয়া হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবলের সংস্থান রাখতে হবে;

১৩.৩। অর্কিড একটি উচ্চ মানের ফসল, যা হতে হারবাল ঔষধ উৎপাদন করা সম্ভব হলে দেশের অর্থের সাশ্রয়সহ বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

"Small-Scale Technical Assistance for Public Private Partnership in Higher Education" শীর্ষক প্রকল্প

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন

(সমাপ্ত জুন-২০১৩)

১.০। প্রকল্পের নাম ঃ "Small-Scale Technical Assistance for Public Private Partnership in Higher Education" শীর্ষক প্রকল্প।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

৪.০। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	মোট জিওবি প্রঃ সাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮৪.৯৫	১৮৪.৯৫	৫৩.৫১ (এডিবি'র মাধ্যমে পরামর্শক বাবদ ব্যয়কৃত টাকার তথ্য পাওয়া যায়নি)	এপ্রিল,২০১২ হতে মার্চ,২০১৩	এপ্রিল,২০১২ হতে জুন,২০১৩	এপ্রিল,২০১২ হতে জুন,২০১৩	--	৩ মাস (২৫%)

৫.০। **উদ্দেশ্য** ঃ

৫.১। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন স্থাপন করা;

৫.২। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের ওয়ার্কসপ, সেমিনার ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের ক্ষেত্রে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

৫.৩। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান করা।

৬.০। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ১৮৪.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল,২০১২ হতে মার্চ,২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন,২০১৩পর্যন্ত (৩ মাস) বর্ধিত করা হয়েছে।

৭.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	মোঃ ইব্রাহীম কবির পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।	তারিখ জানা যায়নি	তারিখ জানা যায়নি	

০৮। মন্তব্যঃ আইএমইডির সচিব কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৫-১০-২০১৪ তারিখে ডিও পত্র প্রেরণ, ১৪-০৪-২০১৪ ও ১৪-০৯-২০১৫ তারিখে সেক্টর হতে পত্র প্রেরণ, প্রায় সকল এডিপি পর্যালোচনা সভায় বিষয়টি উপস্থাপন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে বহুবার যোগাযোগ / অনুরোধ করা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় পিসিআর প্রেরণ করেনি, যা কাম্য নয়।

"বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড (দ্বিতীয় ব্লক) ভবন নির্মাণ" প্রকল্পের

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত : জুন, ২০১৩

১.০ **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ আগারগাঁও, ঢাকা

২.০ **বাস্বায়নকারী সংস্থা** ঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৩.০ **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.০ *প্রকল্পের বাস্বায়ন সময় ও ব্যয়ঃ* *(লক্ষ টাকায়)*

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্বায়নকাল		প্রকৃত বাস্বায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্বায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট-১৩৬৮.৭৪ **টাকা-১৩৬৮.৭৪** **প্র:সা:- --**	**মোট-২৩৬১.৭১** **টাকা-২৩৬১.৭১** **প্র:সা:- --**	**মোট-৪২৭.৮৬** **টাকা-৪২৭.৮৬** **প্র:সা:- --**	**জানুয়ারি,২০০৮** - **জুন,২০১০**	**জানুয়ারি,২০০৮** - **জুন,২০১৩**	**জানুয়ারি,২০০৮** - **জুন,২০১৩**	-	**৩ বছর (১২০%)**

৫.০ **প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত।**

৬.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্বায়ন অগ্রগতি** ঃ (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১)	১০ তলা কারিগরি ভবন নির্মাণ	ব:মি:	১৬৮১.৩৮	৭২০০ ব:মি:	**৪১৭.৪১**	-
০২)	**সীমানা প্রাচীর নির্মাণ**	**রা:মি:**	**১৬.৩৯**	**৩০০ রা:মি:**	-	-
০৩)	**প্রধান গেট**	সংখ্যা	**৭.০০**	**০১ টি**	-	-
০৪)	**আরসিসি রোড**	**ব:মি:**	**৩.২১**	**২০০ ব:মি:**	-	-
০৫)	**বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন এন্ড বহি:স্থ কাজ**	সংখ্যা	**৮৫.০০**	**০১ টি**	-	-
০৬)	**জেনারেটর**	সংখ্যা	**৪০.০০**	**০১ টি**	-	-
০৭)	**লিফট**	সংখ্যা	**৪০.০০**	**০২ টি**	-	-
০৮)	**মেশিনারী এন্ড যন্ত্রপাতি**	**থোক**	**৯৬.৫০**	**থোক**	-	-
০৯)	**আসবাবপত্র**	**থোক**	**৭৫.০০**	থোক	-	-
১০)	**সোলার পাওয়ার প্যানেল**	সংখ্যা	**১৯৪.০০**	৩৮৮ টি	-	-
১১)	**কন্টিনজেন্সি**	**থোক**	**২৫.৪৫**	**থোক**	-	-
১২)	**কনাসালটেন্সি**	**থোক**	**১৭.৭৮**	**থোক**	**১০.৪৬**	-
	মোট=	-	**২৩৬১.৭১**	-	**৪২৭.৮৭ (১৮%)**	-

প্রকল্পটির সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৩৬১.৭১ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪২৭.৮৭ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের মাত্র ১৮%। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মূলত: অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

৬.১ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

৬.১.১ ১০ তলা কারিগরি ভবন নির্মাণ :

প্রকল্পের আওতায় ২০ তলা ফাউন্ডেশনে ০২ টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার ভবনের জন্য নির্ধারিত ৭২০০ বর্গমিটার স্থানে শোরপাইল স্থাপনপূর্বক ম্যাট ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন করে। ঠিকাদার কর্তৃক বেইজ ঢালাই এবং রিটেইনিং ওয়াল তৈরী ইত্যাদি কাজে ৪১৭.৪১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৬৮১.৩৮ লক্ষ টাকা যার মধ্যে মাত্র ২৪.৮% অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

৬.১.২ কনসালট্যান্সী :

ভবন নির্মাণের ডিজাইন প্রণয়নের জন্য Dexterous Consultants Ltd. শীর্ষক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা হয়। কনসালট্যান্সী ফী বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭.৭৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয়িত হয়েছে ১০.৪৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ৫৮%। ভবন নির্মাণের কাজ স্থগিত হওয়ার কারণে অন্যান্য খাতে কোন ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের বিস্তৃতি সমগ্র দেশব্যাপী রয়েছে। দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশনের একমাত্র আইনানুগ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড। বোর্ডের সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটিমাত্র ১০ তলা ভবন বিদ্যমান আছে। দেশের বেকার সমস্যা দ্রুত হ্রাস করার জন্য সরকার কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করছে। এরই ধারাবাহিকতায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ট্রেড ও শিক্ষার্থী সংখ্যা উভয়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই একটিমাত্র ভবনে ১৫৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্থান সংকুলান দু:সাধ্য। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দফতর নিজস্ব ভবনে সংস্থানের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ২০ তলা ফাউন্ডেশনে ০২ টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন (২য় ব্লক) নির্মাণ" প্রকল্পটি ১৩৬৮.৭৪ লক্ষ টাকায় জানুয়ারি, ২০০৮ – জুন, ২০১০ সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি করে ২৩৬১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুন,২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ :

ক) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমুদয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন (ব্লক-২) নির্মাণ ;

খ) ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে কারগরি শিক্ষা বোর্ডের কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি ; এবং

গ) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন Functionaries এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৭.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- ২০ তলা ফাউন্ডেশনে ২ টি Basement floor সহ ১০ তলা ভবন নির্মাণ ;
- ফায়ার ডিটেকশন ও প্রটেকশন সিস্টেম স্থাপন ;
- সিসিটিভি স্থাপন ; এবং
- গ্যাস সংযোগ।

৮.০ অনুমোদন পর্যায় ঃ

"বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন (২য় ব্লক) নির্মাণ" প্রকল্পটি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৩৬৮.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন PWD-এর ২০০৬ রেট শিডিউল অনুসারে করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই PWD-এর ২০০৮ এর রেট শিডিউল প্রকাশ করা হয়। এ কারণে ২০০৮ এর রেট শিডিউল অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন পুন:নির্ধারণ করে প্রকল্পের ব্যয় ২৩৬১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুন, ১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

৯.০ প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি ঃ

সংশোধিত প্রকল্পের মোট ২৩৬১.৭৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে কেবলমাত্র ৪২৭.৮৭ লক্ষ টাকা।

১০.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ "প্রকল্প পরিচালক"-এর দায়িত্ব পালন করেন:

ক্র/নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরণ
০১)	জনাব আলমগীর হোসেন	উপ-সচিব (প্রশাসন)	জুলাই,২০০৮	ডিসেম্বর,২০০৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২)	জনাব কুদরত আলী	কারিকুলাম স্পেশালিস্ট	জানুয়ারি,২০১০	মার্চ,২০১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৩)	জনাব আবদুর রাজ্জাক	উপ-প্রধান (সার্টিফিকেট)	এপ্রিল,২০১০	জুলাই,২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৪)	জনাব এ কে এম মনজুরুল আহসান	পরিদর্শক, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	জুলাই,২০১১	জুন,২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১১.০ পকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরাতে অজন ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমুদয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন (ব্লক-২) নির্মাণ ;	**১)** প্রকল্পের আওতায় ২০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণ করার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ম্যাট ফাউন্ডেশনসহ ভিত্তি স্থাপন করার কাজে রেডিমিক্স ঢালাই ব্যবহারের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বাকী কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি প্রদান করে প্রকল্পটি "যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়" রেখে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।
২) ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে কারগরি শিক্ষা বোর্ডের কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি ; এবং	**২)** উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।
৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন Functionaries এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।	**৩)** উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

১২.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ২০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ টি বেজমেন্টসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করায় অত্যধিক বিলম্ব হয় এবং পরবর্তীতে ম্যাট ফাউন্ডেশন কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ধিত অর্থের বিল পরিশোধ না করার কারণে ঠিকাদার কাজ বন্ধ রাখে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে কাজ অসমাপ্ত থাকে।

১৩.০ *মল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ মল্যায়ন পতিবেদনটি পণয়নে নিমোক্ত পদ্ধতিসমহ অনসরণ করা হয়েছে :*

ক) ডিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা;
গ) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
ঘ) প্রকল্পের বাস্ব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪.০ *মনিটরিং ঃ*

প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক সরাসরি পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়নি। তবে স্টিয়ারিং কমিটি, পিআইসি ইত্যাদি কমিটি সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৫.০ অডিট সম্পর্কিত তথ্য ঃ

(ক) **অভ্যন্রীণ অডিটঃ** কোন অভ্যন্তরীণ অডিট হয়নি।
(খ) **এক্সটার্নাল অডিটঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৬.০ *প্রকল্প পরিদর্শন ঃ*

প্রকল্পটি গত ১৮.১২.২০১৪ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক ইতোমধ্যে অবসরে গিয়েছেন। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। পরিদর্শনকালে বর্তমান প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট

প্রকল্প প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, প্রকল্পের অধীনে ২০ তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট ২টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা নির্মীয়মান ভবনটি নির্মাণ করা হয়নি। ভবনের জন্য নির্ধারিত স্থানটি বর্তমানে পানির নীচে।

ভবনের জন্য নির্ধারিত স্থান

ভবনের ফাউন্ডেশনসহ প্রাথমিক কিছু কাজ সম্পন্ন করার পর কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে বর্তমান প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকৌশলী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন যা নিম্নে বিবৃত হল :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত "বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন (২য় ব্লক) নির্মাণ" শীর্ষক সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জানুয়ারি, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প দলিলে ব্যয় প্রাক্কলন PWD-এর ২০০৬ রেট শিডিউল অনুসারে করা হলেও কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই PWD-এর ২০০৮ এর রেট শিডিউল প্রকাশ করা হয়। এ কারণে উক্ত রেট শিডিউল অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয়ের পুন:প্রাক্কলন করা হয় এবং প্রকল্প সংশোধন করা হয়। এর ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু করতেই বিলম্ব হয়। ভবন নির্মাণকারী সংস্থা "শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (EED)" কর্তৃক ১৬৬৫.৫১ লক্ষ টাকায় সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স "মাহমুদ বিল্ডার্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস" শীর্ষক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ১৯.০৭.২০১১ তারিখে ২৪ (চব্বিশ) মাস মেয়াদী কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সাইট বুঝে নেয়ার পর শোর পাইলের কাজ সমাপ্ত করে ২০ ফিট মাটি খননের কাজ আরম্ভ করে। খননের ফলে অপসারিত মাটি ভবনের জমির পাশে স্তূপ করে রাখা হয়। স্তূপীকৃত মাটি কোথায় অপসারণ করা হবে তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নির্মাণ কাজের আরম্ভও বিলম্বিত হয়। মাটি অপসারিত করার পর প্রকল্পের কাজ শুরু করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু প্রকল্প এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থানে ১৫ তলা বিশিষ্ট এলজিইডি ভবন এবং ১০ তলা বিশিষ্ট বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মূল ভবনের অবস্থান থাকায় সে সময়ে উক্ত ভবন দুটির ড্রেইনেজ এবং শোর পাইলের মাধ্যমে প্রটেকশন দেয়া মাটি চুঁইয়ে বৃষ্টির পানি প্রকল্প এলাকার ভিতর অর্থাৎ ২০ ফিট গভীর ফাউন্ডেশন বেডে প্রবেশ করছিল। বিষয়টি পার্শ্ববর্তী ভবন দুটির জন্য বিপদজনক হয়ে উঠছিল মর্মে জানা যায়। এর জন্য ড্রেইনেজ ডাইভারশন ও বৃষ্টি প্রতিরোধক আচ্ছাদন এর ব্যবস্থা করা হয় যা প্রকল্পের নির্মাণ কাজকে আরও বিলম্বিত করে। অবশেষে ভবনের কাজ শুরু করা হয় ১২.১২.২০১১ তারিখে। ভবন নির্মাণে ম্যাট ফাউন্ডেশন দেয়ার জন্য রড বিছানোর কাজ শুরু করার সময়ে বাজারে রডের দাম ওঠানামা করছিল। এ নিয়ে ঠিকাদারের সাথে প্রতি কুইন্টাল রডের বাজারদর ও শিডিউলের দর নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং ঠিকাদার কাজটি করতে মৌখিক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এতদ্সত্ত্বেও ঠিকাদারকে দিয়ে রড বিছানোর কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং এরপর ফাউন্ডেশনের ৪৬০০০ ঘনফুট (১৩০৫ ঘনমিটার) এর বৃহৎ ঢালাই নিয়ে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়। শিডিউল এর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ঠিকাদারের কংক্রিট ব্যাচিং অ্যান্ড মিক্সিং প্ল্যান্ট (৩৫ ঘনমিটার/ঘন্টা) থাকার কথা থাকলেও তা না থাকায় এই বৃহৎ আকৃতির ঢালাই সাধারণ মিক্সার মেশিনে করা সম্ভব হয়নি। ফলে এর পরিবর্তে রেডিমিক্স প্ল্যান্ট হতে ঢালাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রেডিমিক্স ঢালাইয়ের জন্য মিক্সড ডিজাইন এর প্রয়োজন হয় এবং বুয়েট থেকে মিক্সড ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়। এ কারণে আরও ০১(এক) মাস কাজ বিলম্বিত হয়। এদিকে ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ঠিকাদার রেডিমিক্স ঢালাইয়ের অতিরিক্ত ব্যয় variation item হিসেবে দাবী করে। উল্লেখ্য, দরপত্রে কংক্রীটের মিশ্রণে প্রতি ঘন মিটার ৮০০০/-টাকা দর উল্লেখ করা হয়েছিল; কিন্তু রেডিমিক্স এর ফলে এর ব্যয় প্রতি ঘনমিটারে ১১৫০০/-টাকায় দাঁড়ায়। এ নিয়ে পুনরায় জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং ঠিকাদার কাজ বন্ধ রাখায় প্রকল্পের নির্মাণ তথা সার্বিক কাজে অচলাবস্থা বিরাজ করে।

নির্মাণ কাজ বন্ধ

১৬.২ এদিকে পার্শ্ববর্তী ১৫ তলা এলজিইডি ভবনের ভিতের মাটির চাপে প্রকল্পের নির্মীয়মান ভবনের দক্ষিণ পাশের শোর পাইল হেলে যেতে শুরু করলে ঠিকাদারকে জরুরী ভিত্তিতে কাজ শুরু করার জন্য তাগাদা দেয়া হয়। তাগাদার ফলে ৮ ফুট পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়ালের কাজ ও বালি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করার পর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ১৭.১০.২০১২ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় এবং ১৭.১১.২০১২ তারিখে প্রেরিত পত্রে সময়ক্ষেপণ ও বাজারদর বৃদ্ধির কারণে variation item হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ অথবা PWD এর ২০১১ এর রেট শিডিউল দাবী করে। ঠিকাদার কর্তৃক variation item হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে "প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির" সিদ্ধান্ত অনুসারে এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ নিম্নরূপ :

> "পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৮, ৭৯ এবং তফসিল-২ মোতাবেক অতিরিক্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে, তবে তা ১৫% এর বেশী নয়। অধিকন্তু আলোচ্য কাজের চুক্তি অনুযায়ী কোনো আইটেমে দর বৃদ্ধির সুযোগ নেই বিধায় ঠিকাদার কর্তৃক দাবীকৃত দর অনুযায়ী বর্ধিত বিল প্রদানের অবকাশ নেই"।

১৬.৩ উপ-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঠিকাদারের দাবি যুক্তিসংগত না হওয়ায় টেন্ডার ডকুমেন্টের ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করতে ঠিকাদারকে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু বর্ধিত ব্যয় না পাওয়ার কারণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজটি থেকে অব্যাহতি চায়। এমতাবস্থায়, ১২.০২.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০১৩ তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং ৩১.১০.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি "যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থায়" রেখে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ অক্টোবর,১৪-জুন,১৭ মেয়াদে শুরু করা হয়েছে।

১৭.০ বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ

১৭.১ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনে দূরদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। জানুয়ারি, ২০০৮ মাসে প্রকল্পটি শুরু হয় এবং প্রকল্পে ২০০৬ এর রেট শিডিউল ব্যবহার করে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই ২০০৮ সালের রেট শিডিউল প্রকাশিত হয় এবং এ কারণে ২০১০ সালের শেষার্ধে (অক্টোবর মাসে) প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। এর ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ হয়। অপরদিকে, নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র প্রকাশ করা হয় জানুয়ারি, ২০১১ মাসে ; কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ১৯.০৭.২০১১ তারিখে। এক্ষেত্রেও কিছুটা বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়। কার্যাদেশ প্রদানের পর বিভিন্ন কারণে কাজ শুরু করতেও বিলম্ব ঘটে। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়নি; বিষয়টি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত। সার্বিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৎপরতার যথেষ্ট অভাব ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয় ;

১৭.২ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান করা হয়েছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে যা একেবারেই কাম্য নয়। বিষয়টি দুর্বল ব্যবস্থাপনাকেই ইঙ্গিত করে ;

১৭.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে গত জুন,২০১৩ মাসে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গেছে ০৩.০৭.২০১৪ তারিখে অর্থাৎ ১ (এক) বছরের বেশী সময় পরে। অন্যদিকে পিসিআর প্রেরণের পূর্বেই প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ শুরু করা হয়েছে; এবং

১৭.৪ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী সমস্যাক্লীষ্ট এ প্রকল্পটিতে "প্রকল্প পরিচালক" পদে পরিবর্তন এসেছে ৪ (চার) বার – বিষয়টি অনভিপ্রেত;

১৮.০ সুপারিশঃ

১৮.১ প্রকল্পটি একটি অসফল ও সমস্যাক্লীষ্ট প্রকল্প। বর্তমানে এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়নের কাজ চলমান। এ পর্যায়ে ১ম পর্যায়ের কাজের অসফলতার জন্য দায়ী বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় রাখা একান্ত প্রয়োজন যাতে করে সমস্যাগুলোর পুনরাবৃত্তি যেন কোনমতেই না ঘটে;

১৮.২ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও তৎপর থাকতে হবে;

১৮.৩ "প্রকল্প পরিচালক" পদে ঘন ঘন বদলীর প্রবণতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয় ; এবং

১৮.৪ অনুচ্ছেদ ১৭.১ – ১৭.৪-এ বর্ণিত সমস্যাগুলোর বিপরীতে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।